

# الأدعية المسنونة

কুরআন-হাদীসের আলোকে

## দু'আয়ে মাসনুন

(দিবা-রাত্রি পড়ার সুন্নত দু'আসমূহ)

মুহাম্মদ আবদুল হাই আন-নদভী

উস্তায, বায়তুশ শরফ আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় মাদরাসা  
ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম



আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

### দু'আয়ে মাসনুন

মুহাম্মদ আবদুল হাই আন-নদভী

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমির পক্ষে

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-হুসাইন, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম-৪১০০

প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ: রবিউস সানী ১৪৪০ হি. = ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি.

প্রকাশনা ক্রমিক: ১৬১, বিষয় ক্রমিক: ০৩

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

আল-মানার লাইব্রেরী, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

মুহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

মূল্য: ১০০ [একশত] টাকা মাত্র

**Du'a-a-Masnun:** By: Mohammad Abdul Hai An-Nadvi, Published By: Allamah Shah Abdul Jabbar Academy, Baitus Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 100

e-mail: [abdulhai.nadvi@yahoo.com](mailto:abdulhai.nadvi@yahoo.com)

[saajctg@yahoo.com](mailto:saajctg@yahoo.com)

[www.saajbd.org](http://www.saajbd.org)

## সূচিপত্র

আবেদন.....	৮
আল-কুরআনে সকাল-সন্ধ্যায় যিক্র-আযকার .....	১৫
আল- হাদীসে সকাল-সন্ধ্যায় যিক্র-আযকার .....	১৮
মাসনুন দু'আসমূহ .....	২৩
কালিমায়ে তাইয়িবা.....	২৩
কালিমায়ে শাহাদত .....	২৩
রাতে শোয়ার সময় পড়ার দু'আসমূহ .....	২৪
ডান কাত হয়ে শোয়ার সময় পড়ার দু'আ .....	২৬
রাতে ঘুম না আসলে কিংবা বিছনায় গড়াগড়ি করলে পড়ার দু'আ .....	২৬
ঘুমে ভয় পেলে ও মন্দ স্বপ্ন দেখলে পড়ার দু'আ .....	২৭
হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেলে পড়ার দু'আ.....	২৭
ঘুম থেকে জেগে পুনঃঘুমাতে পড়ার দু'আ.....	২৭
ঘুম থেকে জেগে পড়ার দু'আ .....	২৮
শেষরাতে তাহাজ্জুদের নামাযের পূর্বে এবং এর রুকু-সাজদায় পড়ার দু'আ .....	২৯
পবিত্রতা ও নামাযের দু'আসমূহ .....	৩০
পেশাব-পায়খানায় প্রবেশের আগে পড়ার দু'আ .....	৩০
পেশাব-পায়খানা থেকে বের হয়ে পড়ার দু'আ.....	৩০
ওয়াযু আরম্ভ করতে পড়ার দু'আ .....	৩০
ওয়াযুশেষে পড়ার দু'আ .....	৩০
ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পড়ার দু'আ .....	৩১
ঘরে প্রবেশ করার সময় পড়ার দু'আ .....	৩২
শেষ রাতে ঘর থেকে মসজিদে চলার পথে পড়ার দু'আ .....	৩৩
আযান ও ইকামতের জবাব.....	৩৩
আযানের পর পড়ার দু'আ .....	৩৪
মসজিদে প্রবেশের সময় পড়ার দু'আ .....	৩৪
মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় পড়ার দু'আ.....	৩৫
আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ার দু'আ.....	৩৫
নামাযের আগে দাঁড়িয়ে পড়ার দু'আ .....	৩৫
সানা .....	৩৭
রুকু থেকে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ার দু'আ .....	৩৭

সিজদার মাঝে পড়ার দু'আ.....	৩৮
দু'সিজদার মাঝে পড়ার দু'আ .....	৩৮
তिलाওয়াতে সিজদায় পড়ার দু'আ .....	৩৯
আত-তাহাইয়াত বা তাশাহুদ .....	৩৯
দরুদে ইবরাহীম .....	৩৯
দু'আয়ে মাসুরা.....	৪০
বিতির নামাযের দু'আয়ে কুনূত .....	৪০
কুনূতে নাযিলার দু'আ.....	৪১
ফরয নামাযের পর পড়ার দু'আ .....	৪২
ইস্তিখারার নামাযের পর পড়ার দু'আ.....	৪৪
হাজতের নামাযান্তে পড়ার দু'আ.....	৪৫
সকাল-বিকাল পড়ার দু'আসমূহ .....	৪৬
সকালে পড়ার দু'আ .....	৪৭
বিকালে পড়ার দু'আ .....	৪৭
সকাল-বিকাল ৩ বার পড়ার দু'আ.....	৪৭
সকাল-বিকাল ১০০ বার পড়ার দু'আ.....	৪৮
সাইয়িদুল ইসতিগফার (সকাল-বিকাল একবার করে পড়বে).....	৪৯
বিকালে ৩ বার পড়ার দু'আ .....	৪৯
সকালে ৩ বার পড়ার দু'আ .....	৪৯
সকালে ১০০ বার পড়ার দু'আ.....	৫০
সংক্ষিপ্ত দরুদ শরীফ .....	৫০
প্রত্যহ সকালে একবার পড়ার দু'আ.....	৫০
প্রত্যহ বিকালে একবার পড়ার দু'আ .....	৫১
প্রত্যহ বিকালে একবার পড়ার দু'আ .....	৫১
জান-মাল ও পরিবারের হেফযত ও মুসীবত থেকে মুক্ত থাকার দু'আ.....	৫২
রোগী দেখতে গেলে পড়ার দু'আ .....	৫২
রুগ্ণ ব্যক্তিকে দেখে পড়ার দু'আ .....	৫৪
রুগ্ণ ব্যক্তি জীবন থেকে নিরাশ হয়ে পড়লে পড়ার দু'আ.....	৫৪
মৃত্যুক্ಷণে উপনীত হলে পড়ার দু'আ .....	৫৪
মৃত ব্যক্তির মুসীবত ও সকল মুসীবতে পড়ার দু'আ.....	৫৫
মৃত ব্যক্তির পরিবারের সাঙ্কনার জন্য পড়ার দু'আ.....	৫৫
জানাযার নামাযের নিয়ত.....	৫৫
জানাযার নামাযে মুরদা পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ বা নারী হলে পড়ার দু'আ.....	৫৬
মুরদা নাবালগ ছেলে হলে পড়ার দু'আ .....	৫৭
মুরদা কবরে রাখার সময় পড়ার দু'আ .....	৫৭

কবরে মাটি ফেলার সময় পড়ার দু'আ .....	৫৭
দাফনের পর তালকীনের দু'আ .....	৫৭
কবর যিয়ারতের সালাম ও দু'আ .....	৫৮
দৈনন্দিন জীবনের দু'আসমূহ .....	৫৯
দৈনন্দিন কাপড় পরিধানে পড়ার দু'আ .....	৫৯
কাউকে নতুন কাপড় পরিধান অবস্থায় দেখলে পড়ার দু'আ .....	৫৯
কাপড় খোলার সময় পড়ার দু'আ .....	৫৯
সফর আরম্ভকালে পড়ার দু'আ .....	৫৯
মুসাফিরকে বিদায়কালে পড়ার দু'আ .....	৬০
সফর গমনকারীর জন্য পড়ার দু'আ .....	৬০
সমুদ্রযানে আরোহণের সময় পড়ার দু'আ .....	৬০
জন্তুর পিঠে আরোহণে পড়ার দু'আ .....	৬০
সফরকালে কোনো স্থানে মঞ্জিল করলে পড়ার দু'আ .....	৬১
সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে পড়ার দু'আ .....	৬১
সফর থেকে নিজ গৃহে প্রবেশকালে পড়ার দু'আ .....	৬১
বাজারে প্রবেশকালে পড়ার দু'আ .....	৬১
বায়ু প্রবাহের সময় পড়ার দু'আ .....	৬২
মেঘের গর্জন ও বজ্রপাতের সময় পড়ার দু'আ .....	৬২
বৃষ্টির জন্য পড়ার দু'আ .....	৬৩
বৃষ্টি দেখলে পড়ার দু'আ .....	৬৩
বৃষ্টি আরম্ভ হলে পড়ার দু'আ .....	৬৩
অতিবৃষ্টির কারণে ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কা হলে পড়ার দু'আ .....	৬৩
ইফতারের সময় পড়ার দু'আ .....	৬৪
কারো সাথে ইফতার করলে পড়ার দু'আ .....	৬৪
শবে কদরের রাতে পড়ার দু'আ .....	৬৪
আকদের পর কনের জন্য পড়ার দু'আ .....	৬৪
বিয়ের পর কনের বা ব্যবসায়ী কোনো জন্তু ক্রয় করলে তার কপালের ওপর চুলের গোছা ধরে এবং কেউ চাকুরি ঠিক করলে পড়ার দু'আ .....	৬৫
স্বামী-স্ত্রী মিলনের পূর্বে উভয়ে পড়ার দু'আ .....	৬৫
আয়না দেখার সময় পড়ার দু'আ .....	৬৫
শত্রু কিংবা প্রভাবশালীদের সাক্ষাতে পড়ার দু'আ .....	৬৬
কোনো ব্যক্তি ভয়ের কারণ হলে পড়ার দু'আ .....	৬৬
দু'আয়ে কুরব বা দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার সময় পড়ার দু'আ .....	৬৬
ঋণ আদায় ও চিন্তামুক্তির জন্য পড়ার দু'আ .....	৬৭
ঋণ পরিশোধের জন্য পড়ার দু'আ .....	৬৭

মনে কোনো বস্তুর অশুভ ধারণা আসলে পড়ার দু'আ .....	৬৮
মনের অশুভ ধারণা পরিহারের জন্য পড়ার দু'আ .....	৬৯
বৈঠক থেকে ওঠার পূর্বে পড়ার দু'আ .....	৬৯
বৈঠক থেকে ওঠার সময় পড়ার দু'আ .....	৬৯
উপরে ওঠা-নামার সময় পড়ার দু'আ .....	৭০
কোথাও আগুন লেগেছে দেখলে কিংবা চন্দ্র-সূর্য গ্রহণকালে পড়ার দু'আ .....	৭০
সুসংবাদ আসলে পড়ার দু'আ .....	৭০
দুঃসংবাদ আসলে পড়ার দু'আ .....	৭০
রাগান্বিত হলে বা রাতে কুকুর কিংবা গাধার শব্দ শুনলে বা কুরআন শরীফ পড়া আরম্ভ করলে এবং শয়তান থেকে বাঁচার জন্য পড়ার দু'আ .....	৭১
কাউকে গাল-মন্দ দেওয়ার পর পড়ার দু'আ .....	৭১
কোনো মুসলমানের প্রশংসা শুনলে পড়ার দু'আ .....	৭১
নিজে প্রশংসিত হলে পড়ার দু'আ .....	৭২
জন্তু যবেহের সময় পড়ার দু'আ .....	৭২
হাদিয়া গ্রহণকালে পড়ার দু'আ .....	৭২
উপকারীর জন্য পড়ার দু'আ .....	৭২
বদনযর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পড়ার দু'আ .....	৭২
বদনযর লাগলে পড়ার দু'আ .....	৭৩
আগামীতে কোনো কাজ করবে বললে পড়ার দু'আ .....	৭৩
কোনো বস্তু হারিয়ে গেলে ও পালিয়ে গেলে পড়ার দু'আ .....	৭৩
কোনো মুসলমানকে হাসতে দেখলে পড়ার দু'আ .....	৭৪
ধন-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য পড়ার দু'আ-দরুদ .....	৭৪
পবিত্র কুরআনের দু'আসমূহ .....	৭৫
মাতা-পিতার জন্য দু'আ .....	৭৫
নেককার সন্তান লাভের জন্য দু'আ .....	৭৫
মেধা বৃদ্ধি ও মুখের তৌতলা দূরীভূত হওয়ার জন্য দু'আ .....	৭৫
ইলম বৃদ্ধির জন্য দু'আ .....	৭৫
হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাউওয়া (আ.)-এর গোনাহ মাক্ফের দু'আ .....	৭৫
দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করে মুনাজাত ও দু'আ .....	৭৫
হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কা'বা ঘর নির্মাণের সময় পড়ার দু'আ .....	৭৫
কুরআন মজীদ শেষ করে পড়ার দু'আ .....	৭৬
আয়াতে শিফা .....	৭৬
বালা-মুসীবতের দু'আসমূহ .....	৭৭
দৈনিক ব্যথা নিবারণের জন্য পড়ার দু'আ .....	৭৭

বিপদের আশঙ্কা দেখলে পড়ার দু'আ .....	৭৭
বড় কোনো কঠিন কাজে পড়ে গেলে পড়ার দু'আ .....	৭৭
তালবিয়া বা ইহরামের কাপড় পরে হজ বা ওমরার নিয়তের পর থেকে পড়ার দু'আ .....	৭৮
তাকবীরে তালবীক .....	৭৮
দরুদ শরীফসমূহ .....	৭৯
দরুদে তুনায্জিনা (বিপদমুক্তির দরুদ) .....	৭৯
প্রিয় নবীজি (সা.)-কে স্বপ্নযোগে সাক্ষাতের জন্য পড়ার দরুদ ও আমল .....	৭৯
দরুদে নারিয়া .....	৭৯
জুমুআবারের পড়ার দরুদ শরীফ .....	৮০
দরুদে শিফা (রোগমুক্তির দরুদ শরীফ) .....	৮০
সকল দু'আর মূল দু'আ .....	৮১
হযরাত আশিয়ায়ে কেরামের (আ.)-এর দু'আসমূহ .....	৮১
আসমাউল হুসনা ও ইসমে আযম .....	৮৩
ইসমে আযমসমূহ .....	৮৪

## আবেদন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَحَدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

আল্লাহ রাক্বুল আলামীন মানুষ সৃষ্টির পর মানুষকে দুনিয়ায় হেদায়েতের পথে চলার ও পরকালীন চূড়ান্ত সফলতা লাভের জন্য প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ.)-কে খলিফারূপে প্রেরণ করে যুগে যুগে প্রয়োজন অনুসারে নবী-রাসূল প্রেরণ করেন। শুধু তাই নয়, এসব নবী-রাসূল (আ.)-এর সাথে বিভিন্ন আসমানি কিতাব ও সহীফা নাযিল করেন। সেই নবী-রাসূল প্রেরণের পরম্পরায় মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর প্রতি প্রেরিত সর্বশেষ আসমানি কিতাব আল-কুরআনের মাধ্যমে আমাদের মতো শেষ উম্মতের জন্য উজ্জ্বল আলোক রাজপথ তৈরি করে দিয়েছেন। যে রাজপথে কোন অস্পষ্টতা বা দ্বিধার কিছুই নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ

‘সত্য পথকে ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করা হয়েছে।’

তাই আল-হামদুল্লাহ, ইসলামের মধ্যে নতুন করে কোন কিছু সংযোজন কিংবা বিয়োজনের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু আল-কুরআন ও আল-কুরআনের জীবন্ত নমুনা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হুবহু অনুসরণ।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল আল্লাহর যিক্র। শুধুমাত্র ইস্তিনজারত ও স্বামী-স্ত্রী একান্ত অবস্থায় ছাড়া সর্বদা তাদের জিহ্বা বেপরোয়াভাবে আল্লাহর যিক্রে আর্দ্র থাকতো। তাই যিক্রকে তাদের জীবনের একটি অন্যতম আদর্শ ও কর্ম হিসেবে ধরা যায়। এ ব্যাপারে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাযি.) বলেন,

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ২:২৫৬

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ ﷻ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ».

‘রাসূলুল্লাহ (সা.) সকল অবস্থায় মহামহীম আল্লাহর যিক্র করতেন।’<sup>১</sup>

মানুষ শারীরিকভাবে অসুস্থ হলে তার রুচি নষ্ট হয়ে যায়। তখন দেহের জন্য উপকারী ও সুস্বাদু খাদ্যেও তার অনীহা সৃষ্টি হয় এবং ক্ষতিকারক খাদ্য গ্রহণে তার লোভ বেড়ে যায়। হৃদয়ের অবস্থাও ঠিক প্রায় তদ্রূপ। স্বাভাবিকভাবে মানবহৃদয় আল্লাহর যিক্রের তৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ করে। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনে বলেন,

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ ۝

‘জেনো রাখো, কেবল আল্লাহর যিক্রেরই অন্তর (কলব) প্রশান্তি লাভ করে।’<sup>২</sup>

এছাড়াও বলেন,

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۝

‘আল্লাহর যিক্রেরই (স্মরণ) সর্বশ্রেষ্ঠ।’<sup>৩</sup>

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۝

‘অতএব তোমরা আমকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো।’<sup>৪</sup>

কিন্তু অসুস্থ হৃদয় তার প্রভুর যিক্রের অনীহা অনুভব করে। তাই আত্মিক সুস্থতা ও ভারসাম্যপূর্ণ হৃদয়ের জন্য মু’মিনকে সদাসর্বদা আল্লাহর যিক্রের তার হৃদয় ও জিহ্বাকে আর্দ্র রাখার চেষ্টা করতে হবে। বিভিন্ন ব্যস্ততায়, কর্ম, চিন্তা, উদ্বেগ ইত্যাদির কারণে আল্লাহর যিক্রবিহীন হয়ে হৃদয়কে পূর্ণ অসুস্থতার দিকে ঠেলে দেয়া যাবে না। কারণ এভাবে চলতে দিলে একদা তা আল্লাহর নির্ধারিত ফরয পালনেও অনীহা সৃষ্টি করতে

পারে। এ ব্যাপারে হযরত নুমান ইবনে বাশীর (রাযি.) বর্ণিত হাদীসের শেষাংশে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

«أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ».

‘জেনে রেখ! মানব দেহে একটি মাংসখণ্ড আছে। তা ভালো থাকলে গোটা দেহ ভালো থাকে। আর তা খারাপ হয়ে গেলে গোটা দেহটাই খারাপ হয়ে যায়। মনে রেখ সেটা হচ্ছে কলব।’<sup>৫</sup>

সদাসর্বদা আল্লাহর যিক্রের জিহ্বা ও হৃদয়কে আর্দ্র রাখার বিষয়টি আত্মিক উন্নতির জন্য মুমিন জীবনে গুরুত্ব বহন করলেও যিক্রের জন্য আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসে বিশেষ ৬টি দৈনন্দিন সময়ের উল্লেখ রয়েছে। যথা- (১) সকাল, (২) বিকাল, (৩) সন্ধ্যা, (৪) ঘুমানোর আগে, (৫) শেষ রাতে ও (৬) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর।

এর মধ্যে সবচেয়ে প্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো সকাল-সন্ধ্যা। মুমিন জীবনের প্রতিদিন ও প্রতিরাত শুরু হবে আল্লাহর যিক্রের মধ্য দিয়ে। সকালে সে যেভাবে তার প্রভুর যিক্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় রূহানী খাদ্য ও শক্তি সংগ্রহ করবে যা তাকে সারাদিন সকল প্রতিকূলতার মধ্যে পবিত্র হৃদয়ে আল্লাহর সাথে নিজেকে যুক্ত রাখতে ও তাঁর নির্দেশ পালনে সাহায্য করবে, ঠিক তেমনি সন্ধ্যায়ও তার প্রভুর যিক্রের মাধ্যমে সে প্রয়োজনীয় রূহানী খাদ্য ও শক্তি সংগ্রহ করে রাত্রির সমস্ত অনিষ্ট হতে নিজেকে মুক্ত রাখার পাশাপাশি তাঁর গভীর সান্নিধ্যে পৌঁছার শক্ত একটি অবলম্বন তৈরি করতে সক্ষম হবে।

عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: «مَا كَانَ يَزِيءُ إِسْلَامَنَا وَبَيِّنَ أَنْ عَاتَبَنَا اللَّهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الحديد: ১৬] إِلَّا أَرْبَعُ سِنِينَ».

‘হযরত আওন ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন, আমাদের

<sup>১</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১২৯; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২৮২, হাদীস: ৭৩৭; (গ) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৫, হাদীস: ১৮

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সূরা আর-রা’দ, ১৩:২৮

<sup>৩</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-আনকাবূত, ২৯:৪৫

<sup>৪</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৫২

<sup>৫</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ২০, হাদীস: ৫২; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১২১৯, হাদীস: ১৫৯৯; হযরত নুমান ইবনে বাশীর (রাযি.) থেকে বর্ণিত

ইসলাম গ্রহণ ও নিম্নের আয়াতের মাধ্যমে আমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অসন্তোষ প্রকাশের মধ্যে চার বছরের ব্যবধান: ‘আল্লাহ তাআলা (আল-কুরআনে) বলেন, ঈমানদার লোকদের জন্য এখনো কি সে সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর (হৃদয়) আল্লাহর যিক্রের ভীত-সম্ভ্রান্ত হবে, বিগলিত হবে।’<sup>১</sup>

এছাড়াও আল্লাহর যিক্রবিহীন অন্তরের জন্য নিশ্চিত ধ্বংস ও ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَوَيْلٌ لِلنَّفْسِیَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

‘ধ্বংস সেইসব কণ্ঠের হৃদয় লোকদের জন্য যারা আল্লাহর যিক্র থেকে বিমুখ। এরা রয়েছে সুস্পষ্ট বিপদগামিতায়।’<sup>২</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَسِيرُ فِي طَرِيقٍ مَّكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ، فَقَالَ: «سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفْرَدُونَ» قَالُوا: وَمَا الْمُفْرَدُونَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا، وَالذَّاكِرَاتُ».

‘হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে অন্য সহীহ হাদীসে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) একবার মক্কার রাস্তা দিয়ে ভ্রমণ করছিলেন, তখন ‘জুমদান’ নামক একটা পাহাড়ে উপনীত হয়ে তিনি বললেন, তোমরা ভ্রমণ কর, এটি ‘জুমদান’ পাহাড়। (মনে রেখ) নির্জনবাসীরা আগে বেড়ে গেছে। সাথীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নির্জনবাসী কারা? তিনি উত্তরে বললেন, বেশি আল্লাহর যিক্রের রত পুরুষ ও নারী।’<sup>৩</sup>

অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় যিক্রেরও দুটি পর্যায় আছে, (১) ফরয যিক্র যেমন- নাময, আল-কুরআন অধ্যয়ন ইত্যাদি। (২) নফল যিক্র যা মূলত আমাদের এ বইয়ের আলোচনার বিষয়। যদি কোন মুমিন ব্যক্তি অন্যান্য ফরয ইবাদত আদায় করার পরে নফল এসব যিক্র আদায় করেন তাহলে তার যিক্র হবে অত্যন্ত ফলদায়ক। কিন্তু তিনি যদি ফরয যিক্রও

অন্যান্য ফরয ইবাদতে অবহেলা অথচ নফল যিক্রের বেশি আগ্রহী হন তাহলে তা হবে নিঃসন্দেহে বাতুলতা। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে আখিরাতে নফল ইবাদত ফরয ইবাদতের ঘাটতি পূরণ করতে পারলেও ফরয বাদ দিয়ে কোন অবস্থাতেই তা আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম হতে পারে না। ফরয পরিত্যাগ করলে হারামের গুনাহ হয়। হারামের গুনাহের রত অবস্থায় নফল ইবাদতের অর্থ হলো সর্বাপেক্ষে মলমূল লাগানো অবস্থায় কাপড়ে সুগন্ধি মাখা।

মনে রাখতে হবে যে, ফরয ইবাদতের মধ্যে যে সকল নফল ইবাদত থাকে তাও ফরযের বাইরের সাধারণ নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। যেমন- নামাযের মধ্যে অসংখ্য ফরয, সুন্নাহ ও নফল যিক্র রয়েছে। এগুলো বিশুদ্ধভাবে পালন করা নামাযের বাইরে সারাদিন বিশুদ্ধ মাসনুন যিক্রের তুলনায় উত্তম। তাই নফল যিক্র-আযকারে রত হওয়ার আগে নামায তথা ফরয ও সংশ্লিষ্ট নফল যিক্র বিশুদ্ধ ও সুন্দরভাবে আদায় করা চাই। তা না হলে সাধারণ নফল যিক্রের পশ্চিম ও সুন্নাহ বিরোধী হয়ে যাবে।

আল্লাহর নৈকট্যের পথে সবসময় কর্মের চেয়ে বর্জনের গুরুত্ব বেশি। যা করা ফরয তা তো করতেই হবে তবে যা বর্জন করা ফরয তা পূর্বেই বর্জন করতে হবে। যে ব্যক্তি তার ওপর ফরয এরূপ কোন কর্ম পালন করছেন না বা যা তার জন্য হারাম এরূপ কার্যে রত রয়েছেন অথচ বিভিন্ন নফল মুস্তাহাব কর্ম পালনে ব্যস্ত তার এ ধরনের কাজকে আমি ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে বলতে বাধ্য। এছাড়াও নফল পর্যায়ে বর্জনীয় নফলের গুরুত্ব ও করণীয় নফলের চেয়ে বেশি গুরুত্ব রাখে। একথা কার না জানা যে, সাজানোর পূর্বে পরিচ্ছন্নতা। নিজেকে নোংরা, অপরিচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত করে এরপর যতটুকু সম্ভব সাজগোজ করতে হবে। এজন্য সকল প্রকার মাকরুহ বর্জন করা সাধারণ নফল ইবাদতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

«فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ فَخُذُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ،

فَاجْتَنِبُوهُ».

<sup>১</sup> মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২৩১৯, হাদীস: ৩০২৭

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সূরা আয-যুমার, ৩৯:২২

<sup>৩</sup> মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২৩৬২, হাদীস: ২৬৭৬

‘অতএব আমি তোমাদেরকে কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করব তা তোমরা সাধ্যমত করবে। আর কোন কাজ করতে নিষেধ করলে তা থেকে বিরত থাকবে।’<sup>১</sup>

এছাড়াও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকাকেই প্রকৃত মুহাজিরের (আল্লাহর পথে হিজরতকারী) কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন,

«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ».

‘(প্রকৃত) মুসলিম সেই ব্যক্তি যার হাত ও মুখ (কথা) থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে। আর (প্রকৃত) মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকে।’<sup>২</sup>

এ বিষয়টি এখানে উল্লেখ করার কারণ হলো আমি এই গ্রন্থে (কুতুবে সিদ্দাহ-হাদীসের ছয়টি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ) মূলত সকাল-সন্ধ্যার নফল আযকার (আযকার-যিক্রের বহুবচন অর্থাৎ যিক্রসমূহ) সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতের আলোকে যিক্রসহ সকল ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল বা গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে ৩টি মৌলিক শর্ত রয়েছে। যথা—

১. **ইখলাস:** যে কোন কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যের সামান্যতম সংমিশ্রণ থাকলে সে ইবাদত আল্লাহ তাআলা কবুল করেন না।
২. **সুন্নাতের অনুসরণ:** কাজটি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত, রীতি ও তাঁর শিক্ষা অনুযায়ী হতে হবে। যদি কোন ইবাদত তাঁর শেখানো ও আচরিত পদ্ধতিতে করা না হয়, তাহলে তাতে যত ইখলাস, আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতাই থাকুক না কেন, তা আল্লাহর দরবারে কোন অবস্থাতেই গৃহীত বা কবুল হবে না।

৩. **হালাল ভক্ষণ:** ইবাদত পালনকারীকে অবশ্যই হালাল জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। কেননা হারাম ভক্ষণকারীর কোন ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। যাকির (যিক্রকারী)-কে উপর্যুক্ত এ ৩টি শর্তের দিকে অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে সর্বদা আমল করতে হবে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য বেশি বেশি সুন্নাত মোতাবেক যিক্র-আযকার করার তাওফীক দিন। আমীন।

০১ নভেম্বর ২০১৮

বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম

মুহাম্মদ আবদুল হাই আল নদভী

<sup>১</sup> (ক) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৯৭৫, হাদীস: ১৩৩৭; (খ) আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস সুন্নান, খ. ৫, পৃ. ১১০, হাদীস: ২৬১৯

<sup>২</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১১, হাদীস: ১০

## আল-কুরআনে সকাল-সন্ধ্যায় যিক্র-আযকার

১. মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۚ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

‘যারা তাদের প্রতিপালককে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ডাকে তাদেরকে তুমি দূরে সরিয়ে দিও না। তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যে, তুমি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেবে; এমন করলে তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’<sup>১</sup>

২. মহান আল্লাহ আরও বলেন,

وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝

‘তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও ভয়-ভীতি সহাকরে অনুচ্চস্বরে সকাল ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে এবং তুমি এ ব্যাপারে উদাসীন ও গাফিল হবে না।’<sup>২</sup>

৩. মহান আল্লাহ আরও বলেন,

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝

‘তুমি নিজেকে ধৈর্য সহকারে রাখবে তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের চাকচিক্য কামনা করে তাদের দিক থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও না। তুমি তার আনুগত্য

করো না যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, সে তার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে।’<sup>৩</sup>

৪. মহান আল্লাহ আরও বলেন,

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝

‘অতঃপর সে (যাকারিয়া) কক্ষ হতে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট আসল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা করতে বললো।’<sup>৪</sup>

৫. মহান আল্লাহ আরও বলেন,

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۚ وَمِنْ آنَاءِ الْيَلِ فَسَبِّحْ وَاطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ۝

‘সূতরাং তারা যা বলে, সে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং রাত্রিকালে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং দিবসের প্রান্ত সমূহেও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।’<sup>৫</sup>

৬. মহান আল্লাহ আরও বলেন,

يُسَبِّحُونَ أَكْثَرَ النَّهَارِ لَا يَفْتُرُونَ ۝

‘তারা (ফেরেশতারা) দিবা-রাত্র তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা শৈথিল্য (ক্লান্তিবোধ) করে না।’<sup>৬</sup>

৭. মহান আল্লাহ আরও বলেন,

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۚ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۚ يُخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝

‘সেসব গৃহে যাকে সম্মুখ করে রাখতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮:২৮

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সূরা মারয়াম, ১৯:১১

<sup>৩</sup> আল-কুরআন, সূরা তাহা, ২০:১৩০

<sup>৪</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:২০

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-আনআম, ৬:৫২

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, ৭:২০৫



পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে সেসব লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং দ্রব্য-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।<sup>১</sup>

৮. মহান আল্লাহ আরও বলেন,

فَسُبِّحْنَ اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ⑤

‘সুতরাং সকাল ও সন্ধ্যায় তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।’<sup>২</sup>

৯. মহান আল্লাহ আরও বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ⑥ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ⑦

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।’<sup>৩</sup>

১০. মহান আল্লাহ আরও বলেন,

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ⑧

‘আমি বশীভূত করেছিলাম পর্বতমালাকে, যেন এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তার (দাউদ আ.-এর) সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।’<sup>৪</sup>

১১. মহান আল্লাহ আরও বলেন,

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ⑨ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ⑩

‘অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, তুমি তোমার ক্রটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সকাল-সন্ধ্যায়।’<sup>৫</sup>

এ ছাড়াও আরও বহু আয়াত রয়েছে যা যিক্রের গুরুত্ব ও মর্যাদা বহন করে।

## আল- হাদীসে সকাল-সন্ধ্যায় যিক্র-আযকার

১. হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا».

‘নবী (সা.) ফজরের নামায পড়ার পর সূর্য ভালোভাবে উঠা পর্যন্ত নিজের নামাযের স্থানে বসে থাকতেন।’<sup>৬</sup>

২. হযরত সিমাক ইবনে হারব (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِحَبِيبِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتُ مُجَالِسُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ كَثِيرًا، «كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحُ، أَوْ الْغَدَاةَ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيُضْحِكُونَ وَيَتَبَسَّمُونَ».

‘আমি হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাযি.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি (ফজরের নামাযের পর) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে বসতেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, অনেকদিন বসেছি। রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদের যে জায়গায় ফজরের নামায (সুবহন ও গাদাতুন) পড়তেন, সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে থেকে উঠতেন না। সূর্য উদিত হওয়ার পর তিনি সেখান থেকে উঠতেন। লোকজন তখন জাহেলী যুগের ঘটনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করতো। এসব ঘটনা আলোচনা করতে গিয়ে লোকজন হাসতো আর তা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) মুচকি হাসতেন।’<sup>৭</sup>

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আন-নূর, ২৪:৩৬-৩৭

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সূরা আর-রুম, ৩০:১৭

<sup>৩</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৪১-৪২

<sup>৪</sup> আল-কুরআন, সূরা সুয়াদ, ৩৮:১৮

<sup>৫</sup> আল-কুরআন, সূরা গাফির, ৪০:৫৫

<sup>৬</sup> (ক) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৪৬৪, হাদীস: ৬৭০; (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ২, পৃ. ৪৮০, হাদীস: ৫৮৫; (গ) আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস সুনান, খ. ৩, পৃ. ৮০, হাদীস: ১৩৫৭

<sup>৭</sup> (ক) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৪৬৩, হাদীস: ৬৭০; (খ) আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস সুনান, খ. ৩, পৃ. ৮০, হাদীস: ১৩৫৮

৩. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ»، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَامَّةٌ تَامَّةٌ تَامَّةٌ».

“যে ব্যক্তি জামায়াতে ফজরের নামায পড়ে তারপর সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকর করে, অতঃপর দু'রাকাআত নামায পড়ে, সে একটা হজ্জ ও একটা ওমরার সওয়াব পায়।’ হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘পূর্ণ, পূর্ণ পূর্ণ হজ্জ ও ওমরা।’”<sup>১</sup>

৪. হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেন,

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعَبْدُ فِيهِ إِلَّا وَمُنَادٍ يُنَادِي: سَبِّحُوا الْمَلِكَ الْقُدُّوسَ».

‘বান্দা প্রতিদিন ভোরে উপনীত হলে একজন ঘোষক ডেকে বলেন, তোমরা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মহাপবিত্র আল্লাহর তাসবীহ পাঠ কর (আল্লাহ মহাপবিত্র ও মহিমাময়)।’<sup>২</sup>

৫. হযরত আবু উমামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ، وَذُبُرِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ».

রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন সময়ের দু'আ বেশি কবুল হয়? তিনি বললেন, ‘শেষ রাতের মধ্যভাগের দু'আ এবং ফরয নামাযসমূহের পরের দু'আ।’<sup>৩</sup>

৬. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) থেকে বর্ণিত,

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا قَبْلَ نَجْدٍ فَعَنِمُوا غَنَائِمَ كَثِيرَةً وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ لَّمْ يَخْرُجْ، مَا رَأَيْنَا بَعْثًا أَسْرَعَ رَجْعَةً وَلَا أَفْضَلَ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى قَوْمٍ أَفْضَلُ غَنِيمَةً وَأَسْرَعَ رَجْعَةً؟ قَوْمٌ شَهِدُوا صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ جَلَسُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأُولَئِكَ أَسْرَعُ رَجْعَةً وَأَفْضَلُ غَنِيمَةً».

‘নবী (সা.) নাজদের দিকে এক অভিযানে একটি সেনাদল পাঠান। তারা প্রচুর গানীমতের সম্পদ লাভ করে এবং দ্রুত প্রত্যাবর্তন করে। তাদের সাথে যায়নি এমন এক লোক বলল, অল্পসময়ের মধ্যে এত পরিমাণে উত্তম গানীমত নিয়ে এদের চেয়ে তাড়াতাড়ি আর কোন সৈন্যদলকে আমরা প্রত্যাবর্তন করতে দেখিনি। তখন নবী (সা.) বলেন, ‘আমি কি তোমাদেরকে এমন এক দলের কথা বলব না যারা এদের চেয়ে তাড়াতাড়ি উত্তম গানীমত নিয়ে ফিরে আসে? যারা ফজরের নামাযের জামাআতে উপস্থিত হয়, (নামায শেষে) সূর্যোদয় পর্যন্ত (জায়নামাযে) বসে আল্লাহর যিকর করতে থাকে, তারাই অল্প সময়ের মধ্যে উত্তম গানীমতসহ প্রত্যাবর্তনকারী।’<sup>৪</sup>

৭. হযরত আবু মূসা আল-আশআরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন,

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ».

‘যে ব্যক্তি তাঁর রবকে স্মরণ করে এবং যে তার রবকে স্মরণ করে না, তাদের দু'জনের উপমা হলো, জীবিত ও মৃত মানুষ।’<sup>৫</sup>

৮. রাশি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

<sup>১</sup> আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ২, পৃ. ৪৮১, হাদীস: ৫৮৬

<sup>২</sup> আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৫৬৩, হাদীস: ৩৫৬৯

<sup>৩</sup> আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৫২৬-৫২৭, হাদীস: ৩৪৯৯

<sup>৪</sup> আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৫৫৯, হাদীস: ৩৫৬১

<sup>৫</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ৮৬, হাদীস: ৬৪০৭; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৫৩৯, হাদীস: ৭৭৯

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَغْتَدُ التَّسْبِيحَ بِيَدِهِ»  
‘আমি নবী (সা.)-কে তাঁর নিজ হাতে গুণে গুণে তাসবীহ পাঠ  
করতে দেখেছি।’<sup>১</sup>

৯. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,  
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَأَنْ أَقْعَدَ مَعَ قَوْمٍ  
يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ،  
مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَلَأَنْ أَقْعَدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ  
مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ - إِلَيَّ، أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ  
أَرْبَعَةً».

‘আমি সেই কওমের (লোকদের) সাথে বসতে আগ্রহী, যারা ফজরের  
নামায আদায়ের পর সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত আল্লাহর যিকর করে  
থাকে। এ আমার কাছে ইসমাইলের বংশের চারজন গোলাম (বাদি)  
আযাদ করার চাইতেও অধিক প্রিয়। আর আমি সেই লোকদের সাথে  
বসতে চাই, যারা আসরের নামায আদায়ের পর সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত  
আল্লাহর যিকরে মশগুল থাকে। এ আমার কাছে চারজন গোলাম  
(বাদি) আযাদ করার চাইতেও অধিক উত্তম।’<sup>২</sup>

১০. হযরত সাহল ইবনে মুয়ায ইবনে আনাস আল-জুহানী (রহ.) থেকে  
তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ بْنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،  
قَالَ «مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى يُسَبِّحَ  
رَكْعَتَيِ الضُّحَى، لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا، غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ  
مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ».

‘কোন ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ে অবসর হওয়ার পর দুহার  
নামায (চাশতের নামায) পড়া পর্যন্ত তার জায়নামাযে বসে থাকলে  
এবং এ সময়ে কেবল উত্তম কথা ছাড়া অন্য কিছু না বললে তার  
গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হয় তার পরিমাণ সমুদ্রের ফেনারাশির চেয়ে  
অধিক হলেও।’<sup>৩</sup>

১১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ  
مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ،  
اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ».

‘তোমাদের কেউ নামায পড়ার পর মুসল্লায় যতক্ষণ সে অযুসহ  
অবস্থান করে ততক্ষণ (সে নামারত থাকে) এবং এ সময় ফেরেশতারা  
দু'আ করতে থাকে যে, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! তার  
উপর রহম কর।’<sup>৪</sup>

যিকরের গুরুত্ব ও মর্যাদা বিষয়ে আরও বহু হাদীস বর্ণিত আছে।  
এখানে তার অল্পই বর্ণনা করা হয়েছে।

<sup>১</sup> আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৫২১, হাদীস: ৩৪৮৬

<sup>২</sup> আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৩২৪, হাদীস: ৩৬৬৭

<sup>৩</sup> আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ২৭, হাদীস: ১২৭৮

<sup>৪</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৯৬, হাদীস: ৪৪৫; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৪৫৯, হাদীস: ৬৪৯

## মাসনুন দু'আসমূহ

### কালিমায়ে তাইয়িবা

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

‘আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ (উপাস্য) নেই। হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল (প্রেরিত পুরুষ)।’

হাদীস শরীফে এসেছে,

«لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرُهُنَّ غَيْرِي، وَالْأَرْضَيْنِ السَّبْعَ فِي كَفَّةٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كَفَّةٍ مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ».

‘যদি সাত আসমান এক পাল্লায় রাখা হয় আর এ কালিমা অন্য পাল্লায় রাখা হয় তাহলে এ কালিমার পাল্লাই ভারি হবে।’<sup>১</sup>

অন্য হাদীসে আছে,

‘এই কালিমার যিকর দ্বারা ঈমান সঞ্চারিত হয়।’ [হিসনুল হাসীন]

অন্য হাদীসে আছে,

‘এই কালিমা ইয়াকীন (অন্তরের পূর্ণ আস্থা)-এর সাথে পড়লে অতীত জীবনের সব গোনাহ মাফ হয়ে যায় এবং তার ওপর জাহান্নাম হারাম (চিরকালীন থাকা) হয়ে যায়।’ [সহীহ আল-বুখারী]

### কালিমায়ে শাহাদত

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ভিন্ন আর কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিশ্চয় তাঁর বান্দা ও রাসূল।’

হাদীস শরীফে আছে,

‘এই কালিমা পড়লে তাঁর ওপর জাহান্নাম (চিরকালীন থাকা) হারাম হয়ে যাবে।’ [হিসনুল হাসীন]

<sup>১</sup> আন-নাসায়ী, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ৯, পৃ. ৩০৭, হাদীস: ১০৬০২ ও পৃ. ৪১৯, হাদীস: ১০৯১৩; হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত

## রাতে শোয়ার সময় পড়ার দু'আসমূহ

আয়াতুল করসী একবার:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

হাদীস শরীফে এসেছে,

‘যে ব্যক্তি শয্যা গ্রহণকালে আয়াতুল কুরসী পড়বে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার নিরাপত্তা দেওয়া হবে এবং সকাল পর্যন্ত কোনো শয়তান তার নিকট আসতে সক্ষম হবে না।’<sup>১</sup>

অতঃপর এ সূরাসমূহ পড়বে, সূরা আল-ইখলাস (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) একবার, সূরা আল-ফালাক (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) একবার ও সূরা আন-নাস (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) একবার। আর উভয় হাত একত্রিত করে তাতে এসব সূরাসমূহ পড়ে ফুঁক দেবে। অতঃপর মাথা, মুখমণ্ডল, বুক থেকে সারা শরীরের অগ্রভাগে ৩ বার মাসেহ করবে।<sup>২</sup>

অতঃপর পড়বে,

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَأَوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ

<sup>১</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১০১, হাদীস: ২৩১১, হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

<sup>২</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৬, পৃ. ১৯০, হাদীস: ৫০১৭:

عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَفَرَّأَ فِيهِمَا: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يُبَدِّئُ بِمَا عَلَىٰ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيٍّ.<sup>১</sup>

সূরা আল-বাকারার শেষ দু'আয়াত পড়বে,

أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ  
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا  
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ<sup>২</sup> لَا يُكَفِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا  
وَسَعَهَا<sup>৩</sup> لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤْخِذْنَا إِنْ نُسِينَآ  
أَوْ أخطَانَا رَبَّنَا وَلَا تَحِبَلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ<sup>৪</sup> وَاعْفُ عَنَّا<sup>৫</sup> وَاعْفِرْ لَنَا<sup>৬</sup>  
وَارْحَمْنَا<sup>৭</sup> أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ<sup>৮</sup>

হাদীস শরীফে এসেছে,

«الْأَيَّانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَّتَاهُ».

‘যে ব্যক্তি উক্ত দু'আয়াত রাতে পড়বে তা তার ওই রাতের সবকিছুর জন্য যথেষ্ট হবে।’<sup>৯</sup>

তথা <sup>১০</sup> اللَّهُ أَكْبَرُ, ৩৪ বার, الْحَمْدُ لِلَّهِ, ৩৩ বার, سُبْحَانَ اللَّهِ, ৩৩ বার অতঃপর তাসবীহে ফাতিমী পড়বে।

হাদীস শরীফে এসেছে,

‘যে ব্যক্তি শয্যা গ্রহণকালে উক্ত তাসবীহে ফাতিমী পড়বে তার জন্য সকল আমল থেকে উত্তম হবে।’<sup>১১</sup>

অন্য হাদীসে এসেছে,

‘প্রত্যেক তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর তার জন্য একটি করে সাদকাতুল্য হবে।’ [সহীহ মুসলিম]

ডান কাত হয়ে শোয়ার সময় পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أُمُوتُ وَأُحْيَى».<sup>১২</sup>

অতঃপর ৩ বার পড়বে,

«اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ».<sup>১৩</sup>

অতঃপর সর্বশেষ এ দু'আ পড়ে ঘুমাবে,

«اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ  
ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا  
إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي  
أَرْسَلْتَ».

হাদীস শরীফে এসেছে,

‘যে ব্যক্তি শয়নকালে উক্ত দু'আ পড়বে সে ওই ঘুমে মৃত্যুবরণ করলে ফিতরাত বা দীন ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করেছে বলে গণ্য হবে।’<sup>১৪</sup>

রাতে ঘুম না আসলে কিংবা বিছনায় গড়াগড়ি করলে পড়ার দু'আ

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ

الْغَفَّارُ».<sup>১৫</sup>

<sup>১</sup> মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০৮৫, হাদীস: ২৭১৫

<sup>২</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৫, পৃ. ৮৪, হাদীস: ৪০০৮; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৫৫৪, হাদীস: ৮০৭, হযরত আবু মাসউদ আল-বাদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত

<sup>৩</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ৭০, হাদীস: ৬৩১৮

<sup>৪</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ৬৯, হাদীস: ৬৩১৪ ও পৃ. ৭১, হাদীস: ৬৩২৫

<sup>৫</sup> আবু দাউদ, আস-সুনা, খ. ৪, পৃ. ৩১০, হাদীস: ৫০৪৫

<sup>৬</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৫৮, হাদীস: ২৪৭; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০৮১, হাদীস: ২৭১০, হযরত আল-বারা ইবনে আযিব (রাযি.) থেকে বর্ণিত

<sup>৭</sup> আবু দাউদ, আস-সুনা, খ. ৪, পৃ. ৩১০, হাদীস: ৫০৪৫

ঘুম ভয় পেলে ও মন্দ স্বপ্ন দেখলে পড়ার দু'আ

«أَعُوذُ بِكَ اللَّهُ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ،  
وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ»<sup>১</sup>

স্বপ্নে মন্দ কিছু দেখলে বাম দিকে ৩ বার থুথু ফেলবে এবং আল্লাহর কাছে শয়তান ও মন্দ স্বপ্ন আশ্রয়ের জন্য ৩ বার এ দু'আ পড়বে,

«أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَشَرِّ هَذِهِ الرُّعْيَا».

এ দু'আ পড়ে আশ্রয় প্রার্থনা করে ভিন্ন কাত হয়ে ঘুমাবে এবং উপর্যুক্ত মন্দ স্বপ্ন থেকে কারো নিকট বর্ণনা করবে না। অতঃপর ওই ভারি (মন্দ) স্বপ্ন পর্বতল্য হলেও তার কোনোই ক্ষতি হবে না।

হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেলে পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ غَارَتِ النُّجُومُ، وَهَدَأَتِ الْعُيُونُ، وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ، لَا  
تَأْخُذُكَ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، أَهْدِنِي لَيْلِي، وَأَنِمْ  
عَيْنِي»<sup>২</sup>

ঘুম থেকে জেগে পুনঃঘুমতে পড়ার দু'আ

«بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتَ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكَتَ نَفْسِي  
فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ  
الصَّالِحِينَ»<sup>৩</sup>

<sup>১</sup> আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৫৪১-৫৪২, হাদীস: ৩৫২৮

<sup>২</sup> (ক) ইবনুস সুন্নী, আমলুল য়াওমি ওয়াল লায়ল, পৃ. ৬৭৭, হাদীস: ৪৬৩; (খ) আশ-শওকানী, তুহফাতুয যাকিরীন বি-ইদ্দাতিল হিসনিল হাসীন, পৃ. ১৪২

<sup>৩</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, ৮, পৃ. ৭০, হাদীস: ৬৩২০; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০৮৪, হাদীস: ২৭১৪

সব দু'আ পড়া সম্ভব না হলে দিন-রাতে দু'ভাগে মিলাবে, তাও সম্ভব না হলে যা সম্ভব তা পড়বে।<sup>১</sup>

ঘুম থেকে জেগে পড়ার দু'আ

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ»<sup>২</sup>

অতঃপর সূরা আলে ইমরানের শেষ ১০ আয়াত পড়বে অথবা لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ পর্যন্ত এক আয়াত পড়বে।<sup>৩</sup> আয়াতসমূহ হচ্ছে,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ  
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا  
سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ  
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ سَمِيعٌ مُنَادٍ يُنَادِي لِلْإِبْرَاهِيمَ  
أَنْ أُمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَأَمِنَّا ۝ رَبَّنَا فَاعْفُ رُبَّنَا وَكُفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا  
وَتَوَقَّنَا مَعَ الْآبِرَارِ ۝ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ  
الْقِيَمَةِ ۝ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ ۝ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ  
عَمَلٌ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذِكْرٍ أَوْ أُنْثَى ۝ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۝ فَالَّذِينَ  
هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا  
لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ ۝ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۝ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝ لَا يَغْرَرَكَ  
تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۝ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۝ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۝

<sup>১</sup> আন-নাওয়াওয়ী, আল-আযকারুন নাওয়াবিয়া, পৃ. ৯৫

<sup>২</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ৬৯-৭১, হাদীস: ৬৩১২, ৬৩১৪, ৬৩২৪

<sup>৩</sup> আশ-শওকানী, তুহফাতুয যাকিরীন বি-ইদ্দাতিল হিসনিল হাসীন, পৃ. ১৯৭

وَبُئْسَ الْيَهَادُ ﴿٨٤﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ بَرَّارٍ ﴿٨٥﴾  
وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ  
إِلَيْهِمْ خُشْعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ وَلِلَّهِ لَهُمْ  
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٨٩﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

শেষরাতে তাহাজ্জুদের নামাযের পূর্বে এবং এর রুকু-সাজদায় পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ،  
وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ  
الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ  
أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ  
الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ،  
وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ  
لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أُنَبْتُ، وَبِكَ  
خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ،  
وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ  
إِلَّا أَنْتَ أَوْ: لَا إِلَهَ غَيْرُكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» ১

১ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৪৮, হাদীস: ১১২০; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৫৩২-৫৩৩, হাদীস: ৭৬৯

## পবিত্রতা ও নামাযের দু'আসমূহ

পেশাব-পায়খানায় প্রবেশের আগে পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ» ২

পেশাব-পায়খানা থেকে বের হয়ে পড়ার দু'আ

«غُفِرَ لَكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي» ৩

অথবা শুধু «غُفِرَ لَكَ» পড়বে। ৩

ওয়াযু আরম্ভ করতে পড়ার দু'আ

প্রথমে بِسْمِ اللَّهِ পড়বে। অতঃপর পড়বে,

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِي  
رِزْقِي» ৪

ওয়াযুশেষে পড়ার দু'আ

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» ৫

হাদীস শরীফে এসেছে,

১ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৪০, হাদীস: ১৪২; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২৮৩, হাদীস: ৩৭৫

২ (ক) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ১১০, হাদীস: ৩০১; (খ) আত-তাবরীযী, মিশকাভুল মাসাবীহ, খ. ১, পৃ. ১২০, হাদীস: ৩৭৪

৩ আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৮, হাদীস: ৩০

৪ (ক) আন-নাসায়ী, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ৯, পৃ. ৩৬, হাদীস: ৯৮২৮; (খ) ইবনুস সুনী, আমলুল রাওমি ওয়াল লায়ল, পৃ. ২৯, হাদীস: ২৮; (গ) ইবনুল জাযারী, হিসনুল হাসীন মিন কালামি সাইয়িদিল মুরসালীন, পৃ. ২৭০

৫ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২১০, হাদীস: ২৩৪

‘যে ব্যক্তি ওয়াযুশেষে উপযুক্ত দু'আ পাঠ করবে জান্নাতের ৮টি দরজা তার জন্য খোলা হবে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করবে।’<sup>১</sup>

অতঃপর পড়বে,

«اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ»<sup>২</sup>.

অতঃপর পড়বে,

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ، وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»<sup>৩</sup>.

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পড়ার দু'আ

«بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»<sup>৪</sup>.

অথবা

«اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أُزَلَ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أَظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ».

হাদীস শরীফে এসেছে,

‘যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় উক্ত দু'আ পড়বে, ফেরেশতাগণ বলেন, তুমি হেদায়ত লাভ করলে। এটি তোমার (সাহায্যের) জন্য যথেষ্ট হলো এবং তুমি (বিপদ হতে) বেঁচে গেলে।’<sup>৫</sup>

<sup>১</sup> মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২০৯, হাদীস: ২৩৪

<sup>২</sup> আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ১, পৃ. ৭৮, হাদীস: ৫৫

<sup>৩</sup> আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস সুনান, খ. ৯, পৃ. ৩৭, হাদীস: ৯৮২৯-৯৮৩১

<sup>৪</sup> (ক) আবু দাউদ, আস-সুনা, খ. ৪, পৃ. ৩২৫, হাদীস: ৫০৯৫; (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৪৯০, হাদীস: ২৪২৬; (গ) আত-তাবরীযী, মিশকাভুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ৭৫৫, হাদীস: ২৪৪৩

<sup>৫</sup> (ক) আবু দাউদ, আস-সুনা, খ. ৪, পৃ. ৩২৫, হাদীস: ৫০৯৫; (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৪৯০, হাদীস: ২৪২৬; (গ) আত-তাবরীযী, মিশকাভুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ৭৫৫, হাদীস: ২৪৪৩

ঘরে প্রবেশ করার সময় পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ، وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا»<sup>৬</sup>.

অতঃপর ঘরে মানুষ থাকলে «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» বলবে<sup>৭</sup>, কেউ না

থাকলে এই দু'আ পড়বে,

«السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ»<sup>৮</sup>.

হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا بُنَيَّ! إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُونُ بَرَكَهَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ».

‘হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে ফরমায়েছেন, ‘হে বৎস! যখন তুমি ঘরে প্রবেশ করবে তোমার পরিবারকে সালাম বলবে। (এর দ্বারা) তোমার ওপর ও তোমার পরিবারের ওপর বরকত হবে।’<sup>৯</sup>

শেষ রাতে ঘর থেকে মসজিদে চলার পথে পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي سَعْيِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا»<sup>১০</sup>.

<sup>৬</sup> (ক) আবু দাউদ, আস-সুনা, খ. ৩, পৃ. ৭, হাদীস: ২৪৯৪; (খ) আত-তাবরীযী, মিশকাভুল মাসাবীহ, খ. ১, পৃ. ২২৬-২২৭, হাদীস: ২৭২

<sup>৭</sup> (ক) আবু দাউদ, আস-সুনা, খ. ৪, পৃ. ৩২৫, হাদীস: ৫০৯৬; (খ) আত-তাবরীযী, মিশকাভুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ৭৫৫, হাদীস: ২৪৪৪

<sup>৮</sup> (ক) ইবনে মাযা, আল-মুহীতুল বুরহানী ফিল ফিকহিন নু'মানী, খ. ৫, পৃ. ৩২৭; (খ) মোল্লা নিয়াম উদ্দীন, ফতওয়ায়ে আলমগীরী, খ. ৫, পৃ. ৩২৫

<sup>৯</sup> আত-তাবরীযী, মিশকাভুল মাসাবীহ, খ. ৫, পৃ. ৫৯, হাদীস: ২৬৯৮

<sup>১০</sup> মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৫২৮, হাদীস: ৭৬৩



## আযান ও ইকামতের জবাব

মুওয়াযযিন আযান ও ইকামতের যে বাক্য পড়বে পরপর তা পড়া সূনাত। কিন্তু **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** ও **حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ** এর উত্তরে **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** এর উত্তরে পড়বে। ফজরের আযানে পড়বে এবং **قَامَتِ الصَّلَاةُ** এর উত্তরে **أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا** পড়বে। আযানের পর একবার পূর্ণ দরুদ বা নামাযের দরুদে ইবরাহীমী পড়বে।<sup>১</sup>

মনে রাখতে হবে, আযানের এভাবে মৌখিক জবাব দেওয়া সূনাতে মুওয়াযযিন, কিন্তু কর্মস্থল ত্যাগ করে নামাযের প্রস্তুতি নেওয়া (এটিই প্রকৃত জবাব) ওয়াজিব।

হাদীস শরীফে এসেছে,

‘এ রকম আযানের জবাবের পর প্রার্থনা কবুল হয়।’<sup>২</sup>

অন্য হাদীসে এসেছে,

‘অন্তরের একনিষ্টতার সাথে আযানের জবাব (মৃদু স্বরে) পড়লে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’<sup>৩</sup>

## আযানের পর পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ، وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ آتِ مُحَمَّدًا  
الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَالْدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا  
مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ»<sup>৪</sup>

হাদীস শরীফে এসেছে,

<sup>১</sup> (ক) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২৮৯, হাদীস: ৩৮৫; (খ) আত-তাবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, খ. ১, পৃ. ২০৮, হাদীস: ৬৫৮

<sup>২</sup> (ক) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ১৪৪, হাদীস: ৫২১; (খ) আত-তাবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, খ. ১, পৃ. ২১২, হাদীস: ৬৭১:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَرُدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ».

<sup>৩</sup> (ক) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২৮৯, হাদীস: ৩৮৫; (খ) আত-তাবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, খ. ১, পৃ. ২০৮, হাদীস: ৬৫৮, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযি.) থেকে বর্ণিত

<sup>৪</sup> (ক) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২৮৯, হাদীস: ৩৮৫; (খ) আত-তাবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, খ. ১, পৃ. ২০৮, হাদীস: ৬৫৮

‘যে ব্যক্তি আযানের পর উক্ত দু'আ পড়বে কিয়ামতের দিন তার জন্য রাসূল (সা.)-এর সুপারিশ কবুল হবে।’<sup>৫</sup>

## মসজিদে প্রবেশের সময় পড়ার দু'আ

«أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ،  
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»<sup>৬</sup>

অতঃপর পড়বে,

«اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»<sup>৭</sup>

অথবা পড়বে,

«بِسْمِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ  
لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»<sup>৮</sup>

## মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় পড়ার দু'আ

«بِسْمِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي  
أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، اللَّهُمَّ اعْصِنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»<sup>৯</sup>

<sup>৫</sup> (ক) আত-তাবারানী, *আল-মুজামুল আওসাত*, খ. ৪, পৃ. ৭৯, হাদীস: ৩৬৬২; (খ) আল-হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, খ. ১, পৃ. ৩৩৩, হাদীস: ১৮৭৯; (গ) আশ-শওকানী, *তুহফাতুয যাকিরীন বি-ইম্মাতিল হিসনিল হাসীন*, পৃ. ১৫৩:

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ، صَلِّ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ هَذَا عِنْدَ النِّدَاءِ جَعَلَهُ اللَّهُ فِي شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

<sup>৬</sup> আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ১২৭, হাদীস: ৪৬৬

<sup>৭</sup> মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৪৯৪, হাদীস: ৭১৩

<sup>৮</sup> (ক) আবদুর রাযযাক আস-সানআনী, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ১, পৃ. ৪২৫, হাদীস: ১৬৬৪; (খ) ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ২৯৮, হাদীস: ৩৪১২; (ঘ) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২৫৩, হাদীস: ৭৭১; (ঙ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ২, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৩১৪; (চ) আশ-শওকানী, *তুহফাতুয যাকিরীন বি-ইম্মাতিল হিসনিল হাসীন*, পৃ. ১৪৯

আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ».<sup>২</sup>

আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে দু'আ কবুল হয়। উক্ত দু'আয় নিজের ইহ ও পরকালের কল্যাণ কামনা করা হয়েছে।

নামাযের আগে দাঁড়িয়ে পড়ার দু'আ

«إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ»<sup>৩</sup> قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ<sup>৪</sup> لَا شَرِيكَ لَهُ<sup>৫</sup> وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ<sup>৬</sup> اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي، فَاعْفُ عَنِّي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِينِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»<sup>৭</sup>

অথবা পড়বে,

«اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ الْبَرْدِ»<sup>৮</sup>

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এ দু'আসমূহ তাকবীরে তাহরীমার পর সানা পড়ার স্থানেও পড়তেন।<sup>৯</sup>

সানা

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»<sup>১০</sup>

জানাযার নামাযেও একই দু'আ। কিন্তু وَتَعَالَى جَدُّكَ শব্দের পর وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ বাক্য বাড়িয়ে পড়তে হবে।

অতঃপর রাকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ৩ বার পড়বে।<sup>১১</sup> নফল নামাযসমূহের রাকুতে নিচের দু'আদুটি অথবা যেকোনো একটি ৩ বার বা ৫ বার পড়বে,

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»<sup>১২</sup>

<sup>২</sup> (ক) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২৮৯, হাদীস: ৩৮৫; (খ) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২৫৩-২৫৫, হাদীস: ৭৭১-৭৭৩; (গ) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ১২৬, হাদীস: ৪৬৫; (ঘ) ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, খ. ৫, পৃ. ৩৯৫-৩৯৬, হাদীস: ২০৪৭; (ঙ) আশ-শওকানী, তুহফাতুয যাকিরীন বি-ইদ্দাতিল হিসনিল হাসীন, পৃ. ১৪৮-১৪৯

<sup>৩</sup> (ক) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ১১৭৩, হাদীস: ৩৮৭১; (খ) আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ৭৪১, হাদীস: ২৩৯৭

<sup>৪</sup> (ক) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৫৩৪-৫৩৫, হাদীস: ৭৭১; (খ) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২০১-২০২, হাদীস: ৭৬০

<sup>৫</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ১৪৯, হাদীস: ৭৪৪; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৪১৯, হাদীস: ৫৯৮; (গ) আশ-শওকানী, তুহফাতুয যাকিরীন বি-ইদ্দাতিল হিসনিল হাসীন, পৃ. ১৫৫-১৫৬

<sup>৬</sup> আশ-শওকানী, তুহফাতুয যাকিরীন বি-ইদ্দাতিল হিসনিল হাসীন, পৃ. ১৫৫-১৫৬

<sup>৭</sup> (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২০৬, হাদীস: ৭৭৬; (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ২, পৃ. ৯-১১, হাদীস: ২৪২ ও ২৪৩

<sup>৮</sup> (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২৩০, হাদীস: ৮৭১; (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ২, পৃ. ৪৬ ও ৪৮, হাদীস: ২৬১ ও ২৬২

<sup>৯</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৫৮, হাদীস: ৭৯৪; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৩৫০, হাদীস: ৪৮৪

«اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعْتُ لَكَ  
سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي، وَعَصَبِي»<sup>১</sup>

রুকু থেকে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ার দু'আ

«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا  
مُبَارَكًا فِيهِ»<sup>২</sup>

সিজদার মাঝে পড়ার দু'আ

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»<sup>৩</sup>

অতঃপর নিচের দু'আসমূহ একা নামায বা নফল নামাযের সিজদায় উভয় দু'আ বা যেকোনো একটি ৩ বার বা ৫ বার পড়বে। কারণ এতে আল্লাহর প্রতি ঈমানের স্বীকৃতি, তাঁর প্রশংসা এবং নিজ গোনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে। বান্দা সিজদা অবস্থায় আল্লাহর অতি নিকটে হয়।

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»<sup>৪</sup>  
«اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي  
لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ  
أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»<sup>৫</sup>

<sup>১</sup> (ক) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৫৩৫, হাদীস: ৭৭১; (খ) আশ-শওকানী, তুহফাতু যাকিরীন বি-ইন্দাতিল হিসনিল হাসীন, পৃ. ১৬১

<sup>২</sup> (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২২৩-২২৪, হাদীস: ৮৪৬-৮৪৮, (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ২, পৃ. ৫৩ ও ৫৫, হাদীস: ২৬৬ ও ২৬৭; (গ) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৫৯, হাদীস: ৭৯৯

<sup>৩</sup> (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২৩০-২৩১, হাদীস: ৮৭১ ও ৮৭৪, (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ২, পৃ. ৪৭-৪৮, হাদীস: ২৬১ ও ২৬২

<sup>৪</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৬৩, হাদীস: ৮১৭; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৩৫০, হাদীস: ৪৮৪

<sup>৫</sup> মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৫৩৪, হাদীস: ৭৭১

দু'সিজদার মাঝে পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي»<sup>১</sup>

অথবা পড়বে,

«رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي»<sup>২</sup>

তিলাওয়াতে সিজদায় পড়ার দু'আ

«سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ،  
بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ»<sup>৩</sup>

আত-তাহইয়াত বা তাশাহুদ

«التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ط السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا  
النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ط السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ  
الصَّالِحِينَ ط أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ»<sup>৪</sup>

দরুদে ইবরাহীম

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ط وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ط كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى  
إِبْرَاهِيمَ ط وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ط إِنَّكَ حَيُّدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ

<sup>১</sup> আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ২, পৃ. ৭৬, হাদীস: ২৮৪

<sup>২</sup> আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২৩১, হাদীস: ৮৭৪

<sup>৩</sup> আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ২, পৃ. ৪৭৪, হাদীস: ৫৮০

<sup>৪</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৬৬, হাদীস: ৮৩১, (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৩০১, হাদীস: ৪০২

بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ط وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ط كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ط  
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ط إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ١

দু'আয়ে মাসুরা

«اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا ط وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا  
أَنْتَ ط فَاعْفُرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ط وَارْحَمْنِي ط إِنَّكَ أَنْتَ  
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» ٢

অথবা নিচের যেকোনো একটি দু'আ পড়বে,

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا  
أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ  
وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» ٣

«اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» ٤

«اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا» ٥

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ» ٦

১ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ৭৭, হাদীস: ৬৩৫৭, (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৩০৫, হাদীস: ৪০৫ ও ৪০৬

২ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৬৬, হাদীস: ৮৪৩, (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০৭৮, হাদীস: ২৭০৫

৩ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৫৩৪, হাদীস: ৭৭১

৪ আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৮৬, হাদীস: ১৫২২

৫ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ৪০, পৃ. ২৬০, হাদীস: ২৪২১৫; (খ) আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন, খ. ১, পৃ. ১২৫, হাদীস: ১৯০

৬ আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২১০, হাদীস: ৭৯২

বিভিন্ন নামাযের দু'আয়ে কুনূত

«اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَتَوَكَّلُ  
عَلَيْكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَنَشْكُرُكَ، وَلَا نَكْفُرُكَ،  
وَنَخْلَعُ، وَنَتُوكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ  
نُصَلِّي، وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى، وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ،  
وَنُخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ» ১

কুনূতে নাযিলার দু'আ

«اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنَا  
فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ،  
فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا  
يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ  
إِلَيْكَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ» ২

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ  
وَالْمُسْلِمَاتِ، وَاللَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَصْلَحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ،  
وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اللَّهُمَّ الْعَنِ الْكَفْرَةَ أَهْلِ

১ ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসান্নাফ ফীল আহাদীস ওয়াল আসার, খ. ২, পৃ. ৯৫, হাদীস: ৬৮৯৩

২ (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৬৩, হাদীস: ১৪২৫; (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ২, পৃ. ৩২৮, হাদীস: ৪৬৪; (গ) আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস সুনান, খ. ৩, পৃ. ২৪৮, হাদীস: ১৭৪৫-১৭৪৬; (ঘ) আশ-শাওকানী, তুহফাতুয যাকিরীন বি-ইন্দাতিল হিসনিল হাসীন, পৃ. ১৫৫

الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ،  
وَيَقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَزَلِمْ  
أَقْدَامَهُمْ، وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ  
الْمُجْرِمِينَ»<sup>১</sup>.

ফরয নামাযের পর পড়ার দু'আ

সালামের পর ৩ বার اَسْتَغْفِرُ الله পড়বে। অতঃপর পড়বে,

«اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ  
وَالْإِكْرَامِ»<sup>২</sup>.

অতঃপর একবার করে নিচের দু'আসমূহ পড়বে,

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،  
وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ  
الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ  
الْكَافِرُونَ»<sup>৩</sup>.

«اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ  
ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»<sup>৪</sup>.

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ،  
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»<sup>৫</sup>.

اللهُ أَكْبَرُ ৩৩ বার، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ৩৩ বার، سُبْحَانَ الله ৩৩ বার  
এবং একবার নিম্নোক্ত কালিমা দ্বারা ১০০ বার পূর্ণ করবে,

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ،  
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

হাদীস শরীফে এসেছে,

‘উপর্যুক্ত দু'আ পাঠকারীর গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে  
যদিও তার পরিমাণ সমুদ্রের ফেনাতুল্য হয়।’<sup>৬</sup>

«اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»<sup>৭</sup>.

অতঃপর একবার আয়াতুল কুরসী পড়বে,

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي  
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا  
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا  
شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ  
الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٩﴾

<sup>১</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৬৮, হাদীস: ৮৪৪; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৪১৪-৪১৫, হাদীস: ৫৯৩

<sup>২</sup> (ক) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৪১৮, হাদীস: ৫৯৭; (গ) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৮১, হাদীস: ১৫০৪:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمْدَ اللَّهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ،  
وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ: تَمَّامُ السَّائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ  
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

<sup>৩</sup> আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৮৬, হাদীস: ১৫২২

<sup>৪</sup> আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ২, পৃ. ২৯৮, হাদীস: ৩১৪৩

<sup>৫</sup> মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৪১৪, হাদীস: ৫৯১ ও ৫৯২

<sup>৬</sup> মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৪১৫, হাদীস: ৫৯৪

<sup>৭</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৬৮, হাদীস: ৮৪৪; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৪১৪-৪১৫, হাদীস: ৫৯৩

হাদীস শরীফে এসেছে,

‘যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে একবার আয়াতুল কুরসী পড়বে তার জান্নাতে প্রবেশের জন্য শুধু মৃত্যুই বাধা থাকবে।’<sup>১</sup>

প্রত্যেক নামাযান্তে ৩ কুল তথা সূরা আল-ইখলাস (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ),  
সূরা আল-ফালাক (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) ও সূরা আন-নাস (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) একবার এবং ফজর ও মাগরিবের পর ৩ বার করে পড়বে।<sup>২</sup>

ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর ১০ বার পড়বে,

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»<sup>৩</sup>

ইস্তিখারার নামাযের পর পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ»<sup>৪</sup>

<sup>১</sup> আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস সুনান, খ. ৯, পৃ. ৪৪, হাদীস: ৯৮৪৮

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ».

<sup>২</sup> আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৮৬, হাদীস: ১৫২৩

<sup>৩</sup> আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৫৪৪, হাদীস: ৩৫৩৪ ও পৃ. ৫৫৫, হাদীস: ৩৫৫৩

<sup>৪</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৯, পৃ. ১১৮, হাদীস: ৭৩৯০

হাজতের নামাযান্তে পড়ার দু'আ

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ»<sup>১</sup>

অথবা পড়বে,

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِي، فَشَفِّعْهُ لِي»<sup>২</sup>

<sup>১</sup> (ক) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৪৪১, হাদীস: ১৩৮৪; (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ২, পৃ. ৩৪৪, হাদীস: ৪৭৯; (গ) আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ১, পৃ. ৪১৭, হাদীস: ১৩২৭

<sup>২</sup> হাকীমুল উম্মাত থানবী, মুনাযাতে মকবুল, পৃ. ১৭২

## সকাল-বিকাল পড়ার দু'আসমূহ

আয়াতুল কুরসী একবার,

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥﴾

হাদীস শরীফে এসেছে,

‘যে ব্যক্তি সকালে একবার আয়াতুল কুরসী পড়বে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত জিন থেকে নিরাপদ থাকবে। বিকালে পড়লে পরদিন সকাল পর্যন্ত জিন থেকে নিরাপদ থাকবে।’<sup>১</sup>

অতঃপর ৭ বার পড়বে,

«اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ».

হাদীস শরীফে এসেছে,

‘যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরিবের নামাযান্তে ৭ বার এ দু'আ পড়বে সে ওই দিনে বা রাতে মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।’<sup>২</sup>

<sup>১</sup> আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস সুনান, খ. ৯, পৃ. ৩৫২, হাদীস: ১০৭৩১

<sup>২</sup> (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৩২০, হাদীস: ৫০৭৯; (খ) আত-তাবরীযী, মিশকাভুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ৭৭১, হাদীস: ২৩৯৬:

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَسْرَأَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْ قَلِيلًا أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ ثُمَّ مِتَ فِي لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَازٌ مِنْهَا».

সকালে পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ».<sup>১</sup>

বিকালে পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ».<sup>২</sup>

সকাল-বিকাল ৩ বার পড়ার দু'আ

«بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ».

হাদীস শরীফে এসেছে,

‘যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল ৩ বার করে উপর্যুক্ত দু'আ পড়বে কেউই তার অনিষ্ট করতে পারবে না।’<sup>৩</sup>

«رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا».

<sup>১</sup> (ক) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ১২৭২, হাদীস: ৩৮৬৮; (খ) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৮, পৃ. ৩১৭, হাদীস: ৫০৬৮; (গ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৪৬৬, হাদীস: ৩৩৯১; (ঘ) আত-তাবরীযী, মিশকাভুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ৭৩৮, হাদীস: ২৩৮৯

<sup>২</sup> (ক) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ১২৭২, হাদীস: ৩৮৬৮; (খ) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৮, পৃ. ৩১৭, হাদীস: ৫০৬৮; (গ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৪৬৬, হাদীস: ৩৩৯১; (ঘ) আত-তাবরীযী, মিশকাভুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ৭৩৮, হাদীস: ২৩৮৯

<sup>৩</sup> (ক) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ১২৭৩, হাদীস: ৩৮৬৯; (খ) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৮, পৃ. ৩২৩, হাদীস: ৫০৬৮; (গ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৪৬৫, হাদীস: ৩৩৮৮; (ঘ) আত-তাবরীযী, মিশকাভুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ৭৩৯, হাদীস: ২৩৯১:

عَنْ أَبِي بَرٍّ عَنْ عُمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءٍ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ».

হাদীস শরীফে এসেছে,

‘যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল ৩ বার করে উপর্যুক্ত দু'আ পড়বে কিয়ামতের দিন তাঁকে সম্ভ্রষ্ট করার দায়িত্ব আল্লাহর ওপর থাকবে।’<sup>১</sup>

সকাল-বিকাল ১০০ বার পড়ার দু'আ

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

হাদীস শরীফে এসেছে,

‘যে ব্যক্তি উপর্যুক্ত দু'আ দৈনিক ১০০ বার পড়বে সে ১০০ গোলাম আযাদের সমান সওয়াব পাবে, তাঁর জন ১০০ নেকি লেখা হবে, তাঁর থেকে ১০০ গোনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে এবং সে শয়তান থেকে পুরো দিন মুক্ত থাকবে। তাঁর থেকে বেশি পড়া ব্যক্তি ছাড়া সে সকলের উর্ধ্বে থাকবে।’<sup>২</sup>

সাইয়িদুল ইসতিগফার (সকাল-বিকাল একবার করে পড়বে)

«اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ،

<sup>১</sup> আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ৩১, পৃ. ২০২-২০৪, হাদীস: ১৮৯৬৭-১৮৯৬৯:

عَنْ أَبِي سَلَامٍ، عَنْ خَادِمِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا، جِئْتُ بِمُسِيئَةٍ ثَلَاثًا، وَجِئْتُ بِصَبِيحٍ ثَلَاثًا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

<sup>২</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১২৬, হাদীস: ৩২৯৩ ও খ. ৮, পৃ. ৮৫, হাদীস: ৬৪০৩; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০৭১, হাদীস: ২৬৯১:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عِدَّةُ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَحُجِبَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ جِزْرًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمِيتَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِنْهَا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ».

أَبُوؤ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوؤ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ».

হাদীস শরীফে এসেছে,

«وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمِيتَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

‘যে ব্যক্তি উপর্যুক্ত দু'আ সকালে আত্মবিশ্বাসের সাথে একবার পড়বে সে যদি দিনে মারা যায় তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। একইভাবে যদি বিকালে পড়লে সে রাতে মারা যায় তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’

বিকালে ৩ বার পড়ার দু'আ

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ».<sup>২</sup>

সকালে ৩ বার পড়ার দু'আ

«سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ».<sup>৩</sup>

সকালে ১০০ বার পড়ার দু'আ

«أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ».<sup>৪</sup>

<sup>১</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ৬৭, হাদীস: ৬৩০৬ ও পৃ. ৭১, হাদীস: ৬৩২৩; হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাযি.) থেকে বর্ণিত

<sup>২</sup> আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৪৯৬, হাদীস: ৩৪৩৭

<sup>৩</sup> মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০৯০, হাদীস: ২৭২৬

<sup>৪</sup> ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল বারী শরহ সহীহ আল-বুখারী, খ. ১১, পৃ. ১০১



## সংক্ষিপ্ত দরুদ শরীফ

যেকোনো একটি বা সব কয়টি সংক্ষিপ্ত দরুদ শরীফ কমপক্ষে  
প্রত্যহ ১০ বার পড়বে,

«صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ».

«صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَسَلَّمَ».

«صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ».

«اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ».

হাদীস শরীফে এসেছে,

«مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِينَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِينَ يُمَسِّي عَشْرًا أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

‘যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল ১০ বার করে দরুদ পড়বে কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ তার জন্য কবুল হবে।’<sup>১</sup>

## প্রত্যহ সকালে একবার পড়ার দু'আ

«أُصْبِحْنَا وَأُصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا،

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوذُ

بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي

النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ».<sup>২</sup>

<sup>১</sup> আল-হায়সামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ, খ. ১০, পৃ. ১২০, হাদীস: ১৭০২২, হযরত আবুদ দারদা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

<sup>২</sup> মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০৮৯, হাদীস: ২৭২৩

## প্রত্যহ বিকালে একবার পড়ার দু'আ

«أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ

لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،

رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ

مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ

الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ

وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ».<sup>৩</sup>

## প্রত্যহ বিকালে একবার পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ

وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ

مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ».<sup>৪</sup>

হাদীস শরীফে এসেছে,

«مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِينَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِينَ يُمَسِّي عَشْرًا أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

‘যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল ৪ বার করে উপর্যুক্ত দু'আ পড়বে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে।’<sup>৫</sup>

<sup>১</sup> মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০৮৯, হাদীস: ২৭২৩

<sup>২</sup> মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০৮৯, হাদীস: ২৭২৩

<sup>৩</sup> আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৩১৭, হাদীস: ৫০৬৯

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ أَوْ يُمَسِّي: اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

জান-মাল ও পরিবারের হেফাযত ও মুসীবত থেকে মুক্ত থাকার দু'আ  
সকাল ও বিকালে একবার করে পড়বে,

«اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَأَنْتَ رَبُّ  
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، لَا  
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللَّهُمَّ إِنِّي  
أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ  
بِنَاصِيَتِهَا، إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»<sup>১</sup>

রোগী দেখতে গেলে পড়ার দু'আ

«لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»<sup>২</sup>

অতঃপর পড়বে,

«أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ»<sup>৩</sup>

হাদীস শরীফে এসেছে,

«مَنْ أَتَى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، عَائِدًا، مَشَى فِي خَرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ،  
فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، فَإِنْ كَانَ غُدُوَّةً، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ

أَعْتَقَ اللَّهُ رُبْعَهُ مِنَ النَّارِ، فَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللَّهُ بُضْفَهُ، وَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا أَعْتَقَ اللَّهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ، فَإِنْ  
قَالَهَا أَرْبَعًا أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ».

<sup>১</sup> ইবনুস সুন্নী, আমলুল যাওমি ওয়াল লায়ল, পৃ. ৫৪-৫৫, হাদীস: ৫৭

<sup>২</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৭, পৃ. ১১৭, হাদীস: ৫৬৫৬

<sup>৩</sup> আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৪, পৃ. ৪১০, হাদীস: ২০৮৩

مَلِكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلِكٍ حَتَّى  
يُضِيحَ».

‘যখন কেউ কোনো মুসলিম রোগীকে দেখতে হেঁটে যায়, বসা পর্যন্ত  
সে যেন জান্নাতের মাটিতে হেঁটে বেড়ায়। যখন রোগীর পাশে বসে  
তখন রহমত তাঁকে ঢেলে ফেলে। এই হাঁটা-বসা সকালে হলে সন্ধ্যা  
পর্যন্ত ৭০ হাজার ফেরেশতা তাঁর মাগফিরাত কামনা করে। বিকালে  
হলে ওই পরিমাণ ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত তাঁর মাগফিরাত কামনা  
করে।’<sup>১</sup>

অন্য হাদীস শরীফে এসেছে,

«مَنْ عَادَ مَرِيضًا، لَمْ يَخْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عَنْدَهُ سَبْعَ مَرَارٍ: أَسْأَلُ اللَّهَ  
الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ، إِلَّا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ  
الْمَرَضِ».

‘রোগীর কাছে আগন্তুক ৭ বার উপযুক্ত দু'আ পড়লে আল্লাহ  
তা'আলা তাঁকে ওই ধরনের রোগ থেকে মুক্ত রাখবে।’<sup>২</sup>

রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখে পড়ার দু'আ

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ  
مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا».

হাদীস শরীফে এসেছে,

«مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلَاءٍ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ،  
وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، إِلَّا عُوفِيَ مِنْ ذَلِكَ الْبَلَاءِ كَأَنَّمَا  
مَا كَانَ مَا عَاشَ».

<sup>১</sup> ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৪৬৩, হাদীস: ১৪৪২, হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.)  
থেকে বর্ণিত

<sup>২</sup> আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ১৮৭, হাদীস: ৩১০৬, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)  
থেকে বর্ণিত

‘যে ব্যক্তি কাউকে বিপদগ্রস্ত বা ব্যধিগ্রস্ত দেখে উপযুক্ত দু'আ পড়বে সে ওই ধরনের বিপদ থেকে মুক্তি পাবে।’<sup>১</sup>

রুগ্ন ব্যক্তি জীবন থেকে নিরাশ হয়ে পড়লে পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ  
الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّي».<sup>২</sup>

মৃত্যুক্ক্ষেপে উপনীত হলে পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَالْحَقْنِي بِالرَّحْمَةِ الْأَعْلَى».<sup>৩</sup>

মৃত ব্যক্তির মুসীবত ও সকল মুসীবতে পড়ার দু'আ

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»<sup>৪</sup>، اللَّهُمَّ أَجْرُنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ  
لِي خَيْرًا مِنْهَا».

হাদীস শরীফে এসেছে,

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ نُصِيبُهُ مُصِيبَةً، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ  
رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: ১৫৬]، اللَّهُمَّ أَجْرُنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا  
مِنْهَا، إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا».

‘বান্দার বিপদের সময় এ দু'আ পড়ল আল্লাহ তাঁকে বিপদমুক্ত করে দেবেন এবং তার চেয়ে উত্তম বদলা প্রদান করবেন।’<sup>৫</sup>

<sup>১</sup> আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৪৯৩, হাদীস: ৩৪৩১, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) থেকে বর্ণিত

<sup>২</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৭, পৃ. ১২১, হাদীস: ৫৬৭১; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০৬৪, হাদীস: ২৬৮০; (গ) আশ-শওকানী, তুহফাতুয যাকিরীন বি-ইম্মাতিল হিসনিল হাসীন, পৃ. ৩২৮

<sup>৩</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৭, পৃ. ১২১, হাদীস: ৫৬৭৪; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৮৯৩, হাদীস: ২৪৪৪; (গ) আশ-শওকানী, তুহফাতুয যাকিরীন বি-ইম্মাতিল হিসনিল হাসীন, পৃ. ৩৩৪

<sup>৪</sup> মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৬৩১-৬৩২, হাদীস: ৯১৮, হযরত উম্মু সালামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

মৃত ব্যক্তির পরিবারের সান্ত্বনার জন্য পড়ার দু'আ

«إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَيَّ،  
فَلْتَصَبِّرْ، وَلْتَحْتَسِبْ».<sup>৬</sup>

জানাযার নামাযের নিয়ত

আমি এ ইমামের পেছনে কিবলামুখী হয়ে চার তাকবীরের সাথে ফরযে কিফায়া জানাযার নামাযের নিয়ত করলাম। প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, দু'আ এ মুরদার জন্যে। আল্লাহ আকবর।

نَوَيْتُ أَنْ أُؤَدِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ  
فَرَضَ الْكِفَايَةِ؛ الثَّنَاءُ لِلَّهِ تَعَالَى، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ،  
وَالدُّعَاءُ لِهَذَا الْمَيِّتِ اقْتِدَيْتُ بِهِذَ الْإِمَامِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ  
الْكُعْبَةِ الشَّرِيفَةِ «اللَّهُ أَكْبَرُ».

জানাযার নামাযে মুরদা পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ বা নারী হলে পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا  
وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِتْنَا فَأُخِيهِ عَلَى  
الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِتْنَا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ».<sup>৭</sup>

অথবা পড়বে,

«اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ،  
وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ. وَنَقِّهِ مِنَ

<sup>৬</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৭৯, হাদীস: ১২৮৪

<sup>৭</sup> (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ১৪, পৃ. ৪০৬, হাদীস: ৮৮০৯; (খ) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৪৮০, হাদীস: ১৪৯৮; (গ) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ২১১, হাদীস: ৩২০১; (ঘ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৩, পৃ. ৩২৪-৩২৫, হাদীস: ১০২৪; (ঙ) আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ১, পৃ. ৫২৭, হাদীস: ১৬৭৫

الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثُّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدَلَهُ دَارًا  
خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ،  
وَأَذْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِزَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ»<sup>১</sup>

মুরদা নাবালেগ হেলে হলে পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَكًا، وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا، وَاجْعَلْهُ لَنَا  
شَافِعًا وَمُشَفَّعًا».

আর যদি নাবালেগা মেয়ে হয়, তবে নিম্নের দু'আ পড়তে হবে,

«اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَكًا، وَاجْعَلْهَا لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا، وَاجْعَلْهَا  
لَنَا شَافِعَةً وَمُشَفَّعَةً».

মুরদা কবরে রাখার সময় পড়ার দু'আ

«بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ»<sup>২</sup>

কবরে মাটি ফেলার সময় পড়ার দু'আ

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴿٥٥﴾ طه

দাফনের পর তালকীনের দু'আ

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ»<sup>৩</sup>

<sup>১</sup> (ক) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৬৬২, হাদীস: ৯৬৩; (খ) আশ-শওকানী, তুহফাতুয যাকিরীন বি-ইমদাতিল হিসনিল হাসীন, পৃ. ৩৪২

<sup>২</sup> (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৩৭, হাদীস: ২৬১৪; (খ) আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ১১৫৬, হাদীস: ৩৯৫৬

<sup>৩</sup> (ক) আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঙ্গিন, খ. ২, পৃ. ৪১১, হাদীস: ৩৪৩৩; (খ) আশ-শওকানী, তুহফাতুয যাকিরীন বি-ইমদাতিল হিসনিল হাসীন, পৃ. ৩৪৩-৩৪৪

অথবা পড়বে,

«يَا فُلَانُ دُبْنُ فُلَانٍ اذْكُرْ دِينَكَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ مِنْ شَهَادَةٍ  
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ  
وَالنَّارُ حَقٌّ، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ حَقٌّ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ  
فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا  
وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا  
وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلًا وَبِالْمُؤْمِنِينَ إِخْوَانًا»<sup>৪</sup>

কবর যিয়ারতের সালাম ও দু'আ

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ،  
وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلْحَقُّونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ»<sup>৫</sup>

অথবা পড়বে,

«السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ،  
وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ  
اللَّهُ بِكُمْ لَلْحَقُّونَ»<sup>৬</sup>

<sup>৪</sup> (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ২১৫, হাদীস: ৩২২১; (খ) আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঙ্গিন, খ. ১, পৃ. ৫২৬, হাদীস: ১৩৭২; (খ) আল-কাহতানী, হিসনুল মুসলিম মিন আযকারিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, পৃ. ১০৩, ক্রমিক: ১৬৪

<sup>৫</sup> এখানে তার নাম ও পিতার নাম উচ্চারণ করবে।

<sup>৬</sup> ইবনে আব্বাদীন, রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুয়রিল মুখতার, খ. ২, পৃ. ১৯১

<sup>৭</sup> (ক) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৬৭১, হাদীস: ৯৭৫; (খ) আল-কাহতানী, হিসনুল মুসলিম মিন আযকারিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, পৃ. ১০৩, ক্রমিক: ১৬৫

<sup>৮</sup> (ক) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৬৬৯-৬৭০, হাদীস: ৯৭৪; (খ) আল-কাহতানী, হিসনুল মুসলিম মিন আযকারিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, পৃ. ১০৩, ক্রমিক: ১৬৫

## দৈনন্দিন জীবনের দু'আসমূহ

দৈনন্দিন কাপড় পরিধানে পড়ার দু'আ

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُرِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي».<sup>১</sup>

কাউকে নতুন কাপড় পরিধান অবস্থায় দেখলে পড়ার দু'আ

«تُبْلَى وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَى».<sup>২</sup>

কাপড় খোলার সময় পড়ার দু'আ

«بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ».<sup>৩</sup>

সফর আরম্ভকালে পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا هَذَا السَّفَرَ وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ، فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ».<sup>৪</sup>

<sup>১</sup> (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৪২, হাদীস: ৪০২৩; (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৫৫৮, হাদীস: ৩৫৬০; (গ) আল-হাকিম, আল-মুসতাদারাক আলাস সহীহাদীন, খ. ১, পৃ. ৬৮৭, হাদীস: ১৮৭০ ও খ. ৪, পৃ. ২১৩, হাদীস: ৭৪০৯

<sup>২</sup> (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৪১, হাদীস: ৪০২০; (খ) আল-কাহতানী, হিসনুল মুসলিম মিন আযকারিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, পৃ. ১৭, ক্রমিক: ৭

<sup>৩</sup> ইবনুস সুন্নী, আমলুল রাওমি ওয়াল লায়ল, পৃ. ২৪০, হাদীস: ২৭৩

<sup>৪</sup> (ক) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৯৭৮, হাদীস: ১৩৪২; (খ) হাকীমুল উম্মত থানবী, মুনাজাতে মকবুল, পৃ. ১৬৯

মুসাফিরকে বিদায়কালে পড়ার দু'আ

«أَسْتَودِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ».<sup>১</sup>

এর জবাবে পড়বে,

«أَسْتَودِعُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ».<sup>২</sup>

সফর গমনকারীর জন্য পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ الْبُعْدَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ».<sup>৩</sup>

সমুদ্রযানে আরোহণের সময় পড়ার দু'আ

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرْسَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٠٩﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمُوتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١١٠﴾ [الزمر]<sup>৪</sup>

জন্তর পিঠে আরোহণে পড়ার দু'আ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١﴾ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿٢﴾ [الزخرف]<sup>২</sup>

<sup>১</sup> (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৩৪, হাদীস: ২৬০০; (খ) আশ-শওকানী, তুহফাতুল মুসাফিরীন বি-ইদ্দাতিল হিসনিল হাসীন, পৃ. ২৩১

<sup>২</sup> (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ১৪, পৃ. ৩১৯, হাদীস: ৮৬৯৪ ও খ. ১৫, পৃ. ১২৬, হাদীস: ৯২৩০; (খ) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৯৪৩, হাদীস: ২৮২৫; (গ) আল-কাহতানী, হিসনুল মুসলিম মিন আযকারিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, পৃ. ১২৪, ক্রমিক: ২১১

<sup>৩</sup> (ক) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৫০০, হাদীস: ৩৪৪৫; (খ) আশ-শওকানী, তুহফাতুল মুসাফিরীন বি-ইদ্দাতিল হিসনিল হাসীন, পৃ. ২৩২

<sup>৪</sup> (ক) আবু ইয়া'লা আল-মুসিলী, আল-মুসনদ, খ. ১২, পৃ. ১৫২, হাদীস: ৬৭৮১; (খ) আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কবীর, খ. ১২, পৃ. ১২৪, হাদীস: ১২৬৬১; (গ) ইবনুস সুন্নী, আমলুল রাওমি ওয়াল লায়ল, পৃ. ৪৪৯, হাদীস: ৫০০; (খ) হাকীমুল উম্মত থানবী, মুনাজাতে মকবুল, পৃ. ১৭০

<sup>৫</sup> (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৩৪, হাদীস: ২৬০২; (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৫০১, হাদীস: ৩৪৪৬; (গ) হাকীমুল উম্মত থানবী, মুনাজাতে মকবুল, পৃ. ১৬৯

ইঞ্জিনযুক্ত যেকোনো যানে (বাস, রেল বা বিমান ইত্যাদি)  
আরোহণকালে উপর্যুক্ত দু'আ মিলিয়ে পড়বে।

সফরকালে কোনো স্থানে মঞ্জিল করলে পড়ার দু'আ

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ».<sup>১</sup>

সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে পড়ার দু'আ

«أَيُّبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ».<sup>২</sup>

সফর থেকে নিজ গৃহে প্রবেশকালে পড়ার দু'আ

«تَوْبًا تَوْبًا. لِرَبِّنَا أَوْبًا. لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا».<sup>৩</sup>

বাজারে প্রবেশকালে পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذَا السُّوقِ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا،

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ  
أُصِيبَ فِيهَا يَبِينًا فَاجِرَةً، أَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً».<sup>৪</sup>

অথবা পড়বে,

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ،

يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

হাদীস শরীফে এসেছে,

‘যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে উপর্যুক্ত দু'আ পড়বে তাঁর জন্য  
আল্লাহ তা'আলা হাজার নেকী লিখবেন, তাঁর থেকে হাজার হাজার  
গোনাহ মিটিয়ে দেবেন, তাঁর জন্য হাজার হাজার দরজা বুলন্দ করে  
দেবেন এবং তাঁর জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করে দেবেন।’<sup>১</sup>

বায়ু প্রবাহের সময় পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ،

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ».<sup>২</sup>

মেঘের গর্জন ও বজ্রপাতের সময় পড়ার দু'আ

«سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ

خِيفَتِهِ».<sup>৩</sup>

অথবা পড়বে,

«اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ، وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا

قَبْلَ ذَلِكَ».<sup>৪</sup>

বৃষ্টির জন্য পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ اغْنِنَّا، اللَّهُمَّ اغْنِنَّا، اللَّهُمَّ اغْنِنَّا».<sup>৫</sup>

<sup>১</sup> মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০৮০-২০৮১, হাদীস: ২৭০৮; (ঘ) হাকীমুল উম্মত থানবী, মুনাজাতে মকবুল, পৃ. ১৭০

<sup>২</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ৮২, হাদীস: ৬৩৮৫; (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৪৯৮, হাদীস: ৩৪৪০; (গ) হাকীমুল উম্মত থানবী, মুনাজাতে মকবুল, পৃ. ১৬৯-১৭০

<sup>৩</sup> (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ৪, পৃ. ১৫৬, হাদীস: ২৩১১; (খ) হাকীমুল উম্মত থানবী, মুনাজাতে মকবুল, পৃ. ১৭১

<sup>৪</sup> (ক) আত-তাবারানী, আল-মুজামুল কবীর, খ. ২, পৃ. ২১, হাদীস: ১১৫৭; (খ) ইবনুস সুনী, আমলুল রাওমি ওয়াল লায়ল, পৃ. ১৪৯, হাদীস: ১৮১

<sup>১</sup> (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ১, পৃ. ৪১০, হাদীস: ৩২৭; (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৪৯১, হাদীস: ৩৪২৮-৩৪২৯

<sup>২</sup> (ক) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৬১৬, হাদীস: ৮৯৯; (খ) আত-তাবারানী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ১, পৃ. ৪৭৯, হাদীস: ১৫১৩

<sup>৩</sup> মালিক ইবনে আনাস, আল-মুওয়াত্তা, খ. ২, পৃ. ১৭১, হাদীস: ২০৯৪

<sup>৪</sup> (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ১০, পৃ. ৪৭, হাদীস: ৫৭৬৩; (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৫০৩, হাদীস: ৩৪৫০; (গ) আত-তাবারানী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ১, পৃ. ৪৮২, হাদীস: ১৫২১

অথবা পড়বে,

«اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ، وَبَهَائِمَكَ، وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَخِي  
بَلَدَكَ الْبَيْتَ».<sup>১</sup>

বৃষ্টির দেখলে পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا».<sup>২</sup>

বৃষ্টি আরম্ভ হলে পড়ার দু'আ

«مُطَرِّئًا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ».<sup>৪</sup>

অতিবৃষ্টির কারণে ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কা হলে পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ حَوِّ الْيَنَّا، وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْكَامِرِ وَالْجَبَالِ  
وَالْأَجَامِرِ وَالْظَّرَابِ وَالْأُودِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ».<sup>৫</sup>

ইফতারের সময় পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ».<sup>৬</sup>

অথবা পড়বে,

«ذَهَبَ الظَّبُّ وَأُبْتُكَ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ».<sup>৭</sup>

<sup>১</sup> (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ২৮, হাদীস: ১০১৪; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৬১২, হাদীস: ৮৯৭

<sup>২</sup> আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৩০৫, হাদীস: ১১৭৬

<sup>৩</sup> আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৩২, হাদীস: ১০৩২

<sup>৪</sup> (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৬৯, হাদীস: ৮৪৬; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৮৩, হাদীস: ৭১

<sup>৫</sup> (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ২৮, হাদীস: ১০১৩; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৮১৪, হাদীস: ৮৯৭

<sup>৬</sup> আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৩০৬, হাদীস: ২৩৫৮

কারো সাথে ইফতার করলে পড়ার দু'আ

«أَفْطَرُ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامُكُمْ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ  
عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ».<sup>১</sup>

শবে কদরের রাতে পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي».<sup>২</sup>

আকদের পর কনের জন্য পড়ার দু'আ

«بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ».<sup>৪</sup>

বিয়ের পর কনের বা ব্যবসায়ী কোনো জন্তু ক্রয় করলে তার কপালের ওপর চুলের গোছা ধরে এবং কেউ চাকুরি ঠিক করলে পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ

مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ».<sup>৩</sup>

<sup>১</sup> (ক) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৩০৬, হাদীস: ২৩৫৭; (খ) আল-কাহতানী, *হিসনুল মুসলিম মিন আযকারিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ*, পৃ. ১০৮, ক্রমিক: ১৭৬

<sup>২</sup> আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ৩০৭, হাদীস: ২৩৫৪

<sup>৩</sup> (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৪২, পৃ. ২৩৬, হাদীস: ২৫৩৮৪, পৃ. ৩১৫, হাদীস: ২৫৪৯৫, পৃ. ৩১৭, হাদীস: ২৫৪৯৭ ও পৃ. ৪৮৩, হাদীস: ২৫৭৪১; (খ) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ১২৬৫, হাদীস: ৩৮৫০; (গ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৫৩৪, হাদীস: ৩৫১৩; (ঘ) আত-তাবরীযী, *মিশকাভুল মাসাবীহ*, খ. ১, পৃ. ৬৪৬, হাদীস: ২০৯১

<sup>৪</sup> (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১৪, পৃ. ৫১৮, হাদীস: ৮৯৫৭; (খ) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৬১৪, হাদীস: ১৯০৫; (গ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ২৪১, হাদীস: ২১৩০; (ঘ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ৩৯২, হাদীস: ১০৯১; (ঙ) আত-তাবরীযী, *মিশকাভুল মাসাবীহ*, খ. ২, পৃ. ৭৫৫, হাদীস: ২৪৪৫; (ট) আল-কাহতানী, *হিসনুল মুসলিম মিন আযকারিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ*, পৃ. ১১৩-১১৪, ক্রমিক: ১৯০

<sup>৫</sup> (ক) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৭৫৭, হাদীস: ২২৫২; (খ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ২৪৮, হাদীস: ২১৬০; (গ) আত-তাবরীযী, *মিশকাভুল মাসাবীহ*, খ. ২, পৃ. ৭৫৫, হাদীস: ২৪৪৬

স্বামী-স্ত্রী মিলনের পূর্বে উভয়ে পড়ার দু'আ

«بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا».

হাদীস শরীফে এসেছে,

«لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا».

‘প্রত্যেক আদম সন্তান জন্মকালে শয়তান তাকে স্পর্শ করে। স্বামী-স্ত্রী মিলনের পূর্বে এ দু'আ পড়লে শয়তান তাদের সন্তানের কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না।’<sup>১</sup>

আয়না দেখার সময় পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ أَنْتَ حَسَنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي».<sup>১</sup>

অথবা পড়বে,

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَوَّى خَلْقِي، وَأَحْسَنَ صُورَتِي، وَزَانَ مِيزِي مَا شَانَ مِنْ غَيْرِي».<sup>২</sup>

<sup>১</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ৮২-৮৩, হাদীস: ৩৬৮৮; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ১০৫৮, হাদীস: ১৪৩৪; (গ) আত-তাবরীযী, মিশকাভুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ৭৪৮, হাদীস: ২৪১৬, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত

<sup>২</sup> (ক) ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ২৩৯, হাদীস: ৯৫৯; (খ) ইবনুল জায়ারী, হিসনুল হাসীন মিন কালামি সাইয়িদিল মুরসালীন, পৃ. ৪৪৮

<sup>৩</sup> (ক) আল-বায়হার, আল-বাহরুয যাখখার, খ. ১৩, পৃ. ৫০০, হাদীস: ৭৩২২; (খ) আল-হায়সামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ, খ. ১০, পৃ. ১৩৮, হাদীস: ১৭১৪৩; (গ) আশ-শওকানী, তুহফাতুয যাকিরীন বি-ইদ্দাতিল হিসনিল হাসীন, পৃ. ২৭৯

শত্রু কিংবা প্রভাবশালীদের সাক্ষাতে পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ».<sup>১</sup>

কোনো ব্যক্তি ভয়ের কারণ হলে পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ».<sup>২</sup>

দু'আয়ে কুরব বা দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার সময় পড়ার দু'আ

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ».<sup>৩</sup>

অথবা পড়বে,

«يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ».<sup>১</sup>

ঋণ আদায় ও চিন্তামুক্তির জন্য পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ».<sup>২</sup>

<sup>১</sup> (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ৩২, পৃ. ৪৯৪, হাদীস: ১৯৭২০; (খ) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৮৯, হাদীস: ১৫৩৭; (গ) আত-তাবরীযী, মিশকাভুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ৭৫৪, হাদীস: ২৪৪১

<sup>২</sup> (ক) ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসল্লাফ ফীল আহাদীস ওয়ালা আসার, খ. ৭, পৃ. ৩৪৩-৩৪৫, হাদীস: ৩৬৬১০ ও ৩৬৬১২; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ১, পৃ. ১৮১, হাদীস: ৩; (গ) ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, খ. ১৪, পৃ. ১৮৯, হাদীস: ৬২৮১ ও খ. ১৫, পৃ. ২৮৯, হাদীস: ৬৮৭০

<sup>৩</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ৭৫, হাদীস: ৬৩৪৬ ও খ. ৯, পৃ. ১২৬-১২৭, হাদীস: ৭৪৩১

<sup>৪</sup> আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৫৩৯, হাদীস: ৩৫২৪

<sup>৫</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ৩৬, হাদীস: ২৮৯৩, খ. ৭, পৃ. ৭৬, হাদীস: ৫৪২৫ ও খ. ৮, পৃ. ৭৮, হাদীস: ৬৩৬৩



ঋণ পরিশোধের জন্য পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ».

অথবা পড়বে,

«اللَّهُمَّ فَارِجِ الْهُمِّ، كَاشِفِ الْغَمِّ، مُجِيبِ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ، رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا، أَنْتَ تَرْحُمُنِي، فَارْحَمْنِي بِرَحْمَةٍ تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ تَغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ».

হাদীস শরীফে এসেছে,

«لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ جَبَلٌ ذَهَبٍ دَيْنًا، فَدَعَا اللَّهَ بِذَلِكَ لَقَضَاهُ اللَّهُ عَنْهُ: اللَّهُمَّ فَارِجِ الْهُمِّ، كَاشِفِ الْغَمِّ، مُجِيبِ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ، رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا، أَنْتَ تَرْحُمُنِي، فَارْحَمْنِي بِرَحْمَةٍ تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ رضي الله عنه: «وَكَاثَتْ عَلَيَّ بَقِيَّةُ مِنَ الدَّيْنِ، وَكُنْتُ لِلدَّيْنِ كَارِهًا، فَكُنْتُ أَدْعُو بِذَلِكَ، فَآتَانِي اللَّهُ بِفَائِدَةٍ فَقَضَاهُ اللَّهُ عَنِّي»، قَالَتْ عَائِشَةُ: «كَانَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عَلَيَّ دَيْنَارٌ وَثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ فَكَانَتْ تَدْخُلُ عَلَيَّ فَاسْتَحْيِي أَنْ أَنْظُرَ فِي وَجْهِهَا لِأَنِّي لَا أَجِدُ مَا أَقْضِيهَا، فَكُنْتُ أَدْعُو بِذَلِكَ فَمَا لَبِثْتُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى رَزَقَنِي اللَّهُ رِزْقًا مَا هُوَ بِصَدَقَةٍ تُصَدَّقُ بِهَا عَلَيَّ، وَلَا مِيرَاثٍ وَرِثْتُهُ فَقَضَاهُ اللَّهُ عَنِّي، وَقَسَمْتُ فِي أَهْلِي قَسَمًا حَسَنًا، وَحَلَيْتُ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِثَلَاثِ أَوَاقٍ وَرِقٍّ وَفَضَّلَ لَنَا فَضْلٌ حَسَنٌ».

‘কারো ওপর স্বর্ণের পাহাড়তুল্য (বেশি) দেনা থাকলেও উপর্যুক্ত কালিমাসমূহ দ্বারা আল্লাহর কাছে চাইলে নিশ্চয় তিনি তা আদায়ের ব্যবস্থা করে দেবেন। উপর্যুক্ত দু'আ সাইয়িদুনা হযরত আবু বকর (রাযি.) ও তাঁর মেয়ে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর পরীক্ষিত।’

মনে কোনো বস্তুর অশুভ ধারণা আসলে পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا ظَيْرَ إِلَّا ظَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».<sup>১</sup>

মনের অশুভ ধারণা পরিহারের জন্য পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ».<sup>২</sup>

বৈঠক থেকে ওঠার পূর্বে পড়ার দু'আ

«رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ».<sup>৩</sup>

বৈঠক থেকে ওঠার সময় পড়ার দু'আ

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ».<sup>৪</sup>

<sup>১</sup> (ক) আল-বায়হার, আল-বাহরুয যাখ্বার, খ. ১, পৃ. ১৩১-১৩২, হাদীস: ৬২ ও পৃ. ১৮৬; (খ) আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাদ্দীন, খ. ১, পৃ. ৬৯৬, হাদীস: ১৮৯৮; (গ) আল-বায়হাকী, আদ-দাওয়াতুল কবীর, খ. ১, পৃ. ৪১২, হাদীস: ৩০৪, হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

<sup>২</sup> (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ১১, পৃ. ৬২৩, হাদীস: ৭০৪৫; (খ) ইবনুস সুন্নী, আমলুল রাওমি ওয়াল লায়ল, পৃ. ২৫৪, হাদীস: ২৯২

<sup>৩</sup> (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ১৮, হাদীস: ৩৯১৯; (খ) হাকীমুল উম্মত থানবী, মুনাজাতে মকরুল, পৃ. ১৭৮

<sup>৪</sup> আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৪৯৪, হাদীস: ৩৪৩৪

অথবা পড়বে,

«اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ  
مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ، وَمِنْ الْيَقِينِ  
مَا تَهْوُونَ بِهِ عَلَيْنَا مَصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا  
وَأَبْصَارِنَا وَقُوتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ  
ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ  
مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَبْنًا وَلَا مَبْلَغَ  
عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا».<sup>১</sup>

উপরে ওঠা-নামার সময় পড়ার দু'আ

উপরে ওঠতে اللهُ أَكْبَرُ পড়বে এবং নিচে নামতে اللهُ سُبْحَنَ পড়বে।<sup>২</sup>

কোথাও আশুন লেগেছে দেখলে কিংবা চন্দ্র-সূর্য গ্রহণকালে পড়ার দু'আ

এ সময় একা নফল নামায পড়বে, দান-খয়রাত করবে। অতঃপর  
তাকবীর اللهُ أَكْبَرُ পড়বে।<sup>৩</sup>

সুসংবাদ আসলে পড়ার দু'আ

সুসংবাদ আসলে এ দু'আ পড়বে। অতঃপর সিজদা করবে,

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ».<sup>১</sup>

দুঃসংবাদ আসলে পড়ার দু'আ

«الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ».<sup>২</sup>

রাগান্বিত হলে বা রাতে কুকুর কিংবা গাধার শব্দ শুনলে বা কুরআন শরীফ  
পড়া আরম্ভ করলে এবং শয়তান থেকে বাঁচার জন্য পড়ার দু'আ  
«أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ».

হাদীস শরীফে এসেছে,

‘যে ব্যক্তি দৈনিক ১০ বার উপর্যুক্ত দু'আ পড়ে বিতাড়িত শয়তান  
থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে আল্লাহ তার জন্য একজন  
ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন, যে তার নিকট থেকে সমস্ত শয়তান দূর  
করে দেবে।’<sup>৩</sup>

অন্য হাদীসে এসেছে,

‘উপর্যুক্ত দু'আ পড়লে রাগী ব্যক্তির রাগ নিবারণ হবে।’<sup>৪</sup>

কাউকে গাল-মন্দ দেওয়ার পর পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ، فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ».<sup>১</sup>

<sup>১</sup> (ক) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৪৯৪, হাদীস: ৩৪৩৩; (খ) আবু দাউদ, আস-  
সুনান, খ. ৪, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫, হাদীস: ৪৮৫৭ ও ৪৮৫৯; (গ) আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস-  
সুনান, খ. ৩, পৃ. ৭১, হাদীস: ১৩৪৪; (ঘ) আল-বায়হাকী, আদ-দা'ওয়াতুল কবীর, খ. ১, পৃ. ৩৮২,  
হাদীস: ২৯৪ ও পৃ. ৩৯০, হাদীস: ২৯৭; (ঙ) আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ৭৫২,  
হাদীস: ২৪৩৩

<sup>২</sup> (ক) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৫২৮, হাদীস: ৩৫০২; (খ) আত-তাবরীযী,  
মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ৭৬৭, হাদীস: ২৪৯২

<sup>৩</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ৫৭, হাদীস: ২৯৯৩

<sup>৪</sup> হাকীমুল উম্মত থানবী, মুনাযাতে মকবুল, পৃ. ১৭২

<sup>১</sup> (ক) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ১২৫০, হাদীস: ৩৮০৩; (খ) ইবনুস সুন্নী, আমলুল য়াওমি  
ওয়াল লায়ল, পৃ. ৩৩৪, হাদীস: ৩৭৮; (গ) আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাদ্দীন, খ. ১,  
পৃ. ৬৭৭, হাদীস: ১৮৪০; (ঘ) ইবনুল জায়ারী, হিসনুল হাসীন মিন কালামি সাইয়িদিল মুরসালীন, পৃ.  
৪৫৫; (ঙ) আল-কাহতানী, হিসনুল মুসলিম মিন আযকারিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, পৃ. ১২৮, ক্রমিক: ২১৮

<sup>২</sup> (ক) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ১২৫০, হাদীস: ৩৮০৩; (খ) ইবনুস সুন্নী, আমলুল য়াওমি  
ওয়াল লায়ল, পৃ. ৩৩৪, হাদীস: ৩৭৮; (গ) আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাদ্দীন, খ. ১,  
পৃ. ৬৭৭, হাদীস: ১৮৪০; (ঘ) ইবনুল জায়ারী, হিসনুল হাসীন মিন কালামি সাইয়িদিল মুরসালীন, পৃ.  
৪৫৫; (ঙ) আল-কাহতানী, হিসনুল মুসলিম মিন আযকারিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, পৃ. ১২৮, ক্রমিক: ২১৮

<sup>৩</sup> আল-কাহতানী, হিসনুল মুসলিম মিন আযকারিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, পৃ. ১১৫, ক্রমিক: ১৯৩

<sup>৪</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ২৮, হাদীস: ৬১১৫; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ.  
২০১৫, হাদীস: ২৬১০

কোনো মুসলমানের প্রশংসা শুনে পড়ার দু'আ

«أَحْسِبُ فَلَانًا، وَاللَّهُ حَسِيبُهُ، وَلَا أَرْكِي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا  
أَحْسِبُهُ، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ، كَذًا وَكَذَا».<sup>১</sup>

নিজে প্রশংসিত হলে পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، وَاعْفُرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ،  
وَاجْعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ».<sup>২</sup>

জম্ব যবেহের সময় পড়ার দু'আ

«بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ  
مِنِّْي».<sup>৩</sup>

হাদিয়া গ্রহণকালে পড়ার দু'আ

«بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ».<sup>৪</sup>

<sup>১</sup> (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৮, পৃ. ৭৭, হাদীস: ৬৩৬১; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ২০০৯, হাদীস: ২৬০১

<sup>২</sup> (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ১৬৩, হাদীস: ২৬৬২; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ২২৯৬, হাদীস: ৩০০০; (গ) আল-কাহতানী, *হিসনুল মুসলিম মিন আযকারিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ*, পৃ. ১৩৩, ক্রমিক: ২৩১

<sup>৩</sup> (ক) আল-বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, পৃ. ২৬৭, হাদীস: ৭৬১; (খ) আল-বায়হাকী, *শুআবুল ইমান*, খ. ৬, পৃ. ৫০৪, হাদীস: ৪৫৩৩-৪৫৩৪; (গ) আল-কাহতানী, *হিসনুল মুসলিম মিন আযকারিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ*, পৃ. ১৩৩-১৩৪, ক্রমিক: ২৩২

<sup>৪</sup> (ক) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ১৫৫৭, হাদীস: ১৯৬৭; (খ) আল-বায়হাকী, *শুআবুল ইমান*, খ. ৯, পৃ. ৪৩৯, হাদীস: ৬৯৪৩; (গ) আল-কাহতানী, *হিসনুল মুসলিম মিন আযকারিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ*, পৃ. ১৪১, ক্রমিক: ২৪৬

<sup>৫</sup> (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ৫৩, হাদীস: ২০৪৯; (খ) আল-কাহতানী, *হিসনুল মুসলিম মিন আযকারিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ*, পৃ. ১১৮, ক্রমিক: ২০১

উপকারীর জন্য পড়ার দু'আ

«جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا».<sup>১</sup>

বদনযর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পড়ার দু'আ

«مَا شَاءَ اللَّهُ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ».<sup>২</sup>

অথবা পড়বে,

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ  
عَيْنٍ لَّامَةٍ».<sup>৩</sup>

বদনযর লাগলে পড়ার দু'আ

বদনযর লাগলে এ দু'আ পড়ে দম করবে,

«بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ حَرَّهَا، وَبَرِّدْهَا، وَوَصِّبْهَا».<sup>৪</sup>

আগামীতে কোনো কাজ করবে বললে পড়ার দু'আ

«إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى».<sup>৫</sup>

কোনো বস্তু হারিয়ে গেলে ও পালিয়ে গেলে পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ رَادَّ الضَّالَّةِ، وَهَادِي الضَّالَّةِ، أَنْتَ تَهْدِي مِنْ

<sup>১</sup> (ক) আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৪, পৃ. ৩৮০, হাদীস: ২০৩৫; (খ) আল-কাহতানী, *হিসনুল মুসলিম মিন আযকারিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ*, পৃ. ১১৭, ক্রমিক: ১৯৮

<sup>২</sup> ইবনুস সুন্নী, *আমলুল রাওমি ওয়ালা লায়ল*, পৃ. ১৭১, হাদীস: ২০৭

<sup>৩</sup> (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৪৭, হাদীস: ৩৩৭১; (খ) ইবনুস সুন্নী, *আমলুল রাওমি ওয়ালা লায়ল*, পৃ. ৫৮৮, হাদীস: ৬৩৪

<sup>৪</sup> আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২৪, পৃ. ৪৬৫, হাদীস: ১৫৭০০; (খ) আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন*, খ. ৪, পৃ. ২৪০, হাদীস: ৭৫০০; (খ) আশ-শওকানী, *তুহফাতুয যাকিরীন বি-ইদ্দাতিল হিসনিল হাসীন*, পৃ. ৩১৬-৩১৭; (গ) হাকীমুল উম্মত থানবী, *মুনাজাতে মকরুল*, পৃ. ১৭৮

<sup>৫</sup> আল-কুরআন, *সূরা আল-কাহাফ*, ১৮:৬৯

الضَّلَالَةِ، ارْدُدْ عَلَيَّ ضَالَّتِي بِقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ، فَإِنَّهَا مِنْ  
عَطَائِكَ وَفَضْلِكَ»<sup>১</sup>

কোনো মুসলমানকে হাসতে দেখলে পড়ার দু'আ

«أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ»<sup>২</sup>

ধন-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য পড়ার দু'আ-দরুদ

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ»<sup>৩</sup>

পবিত্র কুরআনের দু'আসমূহ

মাতা-পিতার জন্য দু'আ

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا<sup>১</sup> [الإسراء]

নেককার সন্তান লাভের জন্য দু'আ

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ<sup>২</sup> [الصافات]

মেধা বৃদ্ধি ও মুখের তোতলা দূরীভূত হওয়ার জন্য দু'আ

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي<sup>১</sup> وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي<sup>২</sup> وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ  
لِّسَانِي<sup>৩</sup> يَفْقَهُوا قَوْلِي<sup>৪</sup> [طه]

ইলম বৃদ্ধির জন্য দু'আ

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا<sup>১</sup> [طه]

হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাউওয়া (আ.)-এর গোনাহ মাফের দু'আ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا<sup>১</sup> وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ  
الْخَاسِرِينَ<sup>২</sup> [الأعراف]

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করে মুনাজাত ও দু'আ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ<sup>১</sup>  
[البقرة]

হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কা'বা ঘর  
নির্মাণের সময় পড়ার দু'আ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا<sup>১</sup> إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ<sup>২</sup> [البقرة]

<sup>১</sup> (ক) আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত, খ. ১২, পৃ. ৩৪০, হাদীস: ১৩২৮৯; (খ) আল-হায়সামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ, খ. ১০, পৃ. ১৩৩, হাদীস: ১৭১০৬; (গ) আশ-শাওকানী, তুহফাতুয যাকিরীন বি-ইদ্দাতিল হিসনিল হাসীন, পৃ. ২০৮; (ঘ) হাকীমুল উম্মত থানবী, মুনাজাতে মকবুল, পৃ. ১৭৭

<sup>২</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৫, পৃ. ১১, হাদীস: ৩৬৮৩; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৮৬৩, হাদীস: ২৩৯৬; (গ) আশ-শাওকানী, তুহফাতুয যাকিরীন বি-ইদ্দাতিল হিসনিল হাসীন, পৃ. ২৮১; (ঘ) হাকীমুল উম্মত থানবী, মুনাজাতে মকবুল, পৃ. ১৭৫

<sup>৩</sup> (ক) আদ-দায়লামী, আল-ফিরদাউসু বি-মাসুরিল খিতাব, খ. ৩, পৃ. ৬২৮, হাদীস: ৫৯৬৩; (গ) আশ-শাওকানী, তুহফাতুয যাকিরীন বি-ইদ্দাতিল হিসনিল হাসীন, পৃ. ২৩১

কুরআন মজীদ শেষ করে পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ آسِ وَحُشَيْتِي فِي قَبْرِى، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ  
الْعَظِيمِ، وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً،  
اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ، وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَعَلْتُ،  
وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ، وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَوْمَ  
رَبِّ الْعَالَمِينَ»<sup>১</sup>

আয়াতে শিফা

- (১) وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴿٧٩﴾ [التوبة]
- (২) وَشِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ ﴿٨٠﴾ [يونس]
- (৩) يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ  
لِلنَّاسِ ﴿٨١﴾ [النحل]
- (৪) وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٢﴾ [الإسراء]
- (৫) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٣﴾ [الشعراء]
- (৬) قُلْ هُوَ الَّذِي آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً ﴿٨٤﴾ [فصلت]

বালা-মুসীবতের দু'আসমূহ

দৈহিক ব্যথা নিবারণের জন্য পড়ার দু'আ

«أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ».

ব্যথার স্থানে ডান হাত রেখে ৩ বার বিসমিল্লাহ পড়ার পর ৭ বার এ দু'আ পড়বে।<sup>১</sup>

অথবা ব্যথার স্থানে মুখের থুথু লাগিয়ে পড়বে,

«بِسْمِ اللَّهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، لِيُشْفَى سَقِيمُنَا،

يَا أَذِنَ رَبَّنَا»<sup>২</sup>

বিপদের আশঙ্কা দেখলে পড়ার দু'আ

«حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا»<sup>৩</sup>

বড় কোনো কঠিন কাজে পড়ে গেলে পড়ার দু'আ

«اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا  
شِئْتَ سَهْلًا»<sup>৪</sup>

<sup>১</sup> মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৭২৮, হাদীস: ২২০২:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ شَكَاَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ اسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ».

<sup>২</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৭, পৃ. ১৩৩, হাদীস: ৫৭৫৪; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৭২৪, হাদীস: ২১৯৪

<sup>৩</sup> (ক) ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ২৫৫, হাদীস: ৯৭৪; (খ) ইবনুস সুন্নী, আমলুল য়াওমি ওয়ালা লায়ল, পৃ. ৩১১, হাদীস: ৩৫১; (গ) আশ-শওকানী, তুহফাতুয যাকিরীন বি-ইম্মাতিল হিসনিল হাসীন, পৃ. ৩০১; (ঘ) হাকীমুল উম্মত থানবী, মুনাযাতে মকবুল, পৃ. ১৭২; (ঙ) আল-কাহতানী, হিসনুল মুসলিম মিন আযকারিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, পৃ. ৯০, ক্রমিক: ১৩৯

তালবিয়া বা ইহরামের কাপড় পরে হজ বা ওমরার নিয়তের পর থেকে পড়ার দু'আ

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ  
وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ»<sup>১</sup>

তাকবীরে তাশরীক

জিলহজ মাসের ৯ তারিখের ফজর নামাযের পর থেকে ১৩ তারিখের আসর নামায পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে নারী ও পুরুষ সকলে একবার পড়ার দু'আ:

«اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ  
أَكْبَرُ، وَاللَّهُ أَحْمَدُ»<sup>২</sup>

## দরুদ শরীফসমূহ

দরুদে তুনাজ্জিনা (বিপদমুক্তির দরুদ)

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنْجِينَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ  
الْأَهْوَالِ وَالْآفَاتِ، وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ، وَتُطَهِّرُنَا  
بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ، وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى  
الدَّرَجَاتِ، وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي  
الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»<sup>৩</sup>

প্রিয় নবীজি (সা.)-কে স্বপ্নযোগে সাক্ষাতের জন্য পড়ার দরুদ ও আমল

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ»<sup>৪</sup>

যেকোনো জুমুআবার রাতে দু'রাকাআত নফল নামায (প্রথম রাকাআতে আয়াতুল কুরসী একবার, দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা আল-ইখলাস ১১ বার) পড়ার পর উপর্যুক্ত দরুদ শরীফ ১০০০ বার বা দরুদে তুনাজ্জিনা ১০০০ বার পড়ে পবিত্র বিচানায় সুন্নাত পদ্ধতিতে ঘুমালে (কমপক্ষে ৫ জুমুআবার) নবীজি (সা.)-কে স্বপ্নে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জনের পূর্ণ আশা রাখা যায়।

দরুদে নারিয়া

যেকোনো বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ৪৪৪ বার একাগ্রহে পড়ে দু'আ করলে উদ্দেশ্য সফল হয়।

«اللَّهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
الَّذِي تَنَحَّلَ بِهِ الْعُقْدُ وَتَنَفَّرَ بِهِ الْكُرْبُ وَتَقْضَى بِهِ

<sup>১</sup> (ক) ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসান্নাফ ফীল আহাদীস ওয়াল আসার, খ. ৬, পৃ. ৭৬, হাদীস: ২৯৫৮৭; (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৪, পৃ. ৬২০, হাদীস: ২৪৩১; (গ) ইবনুল জায়ারী, হিসনুল হাসীন মিন কালামি সাইয়িদিল মুরসালীন, পৃ. ৪২৬; (ঘ) হাকীমুল উম্মত থানবী, মুনাযাতে মকবুল, পৃ. ১৭১

<sup>২</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ১৩৮, হাদীস: ১৫৪৯-১৫৫০; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৮৪১-৮৪২, হাদীস: ১১৮৪

<sup>৩</sup> ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসান্নাফ ফীল আহাদীস ওয়াল আসার, খ. ১, পৃ. ৪৮৮, হাদীস: ৫৬৩৩

<sup>৪</sup> আস-সাফুরী, নুযহাতুল মাজালিস ওয়া মুনতাহাবুন নাফায়িস, খ. ২, পৃ. ৮৬

<sup>৫</sup> আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২৫৮, হাদীস: ৯৮১

الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِيمِ وَيُسْتَسْقَى  
الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ وَنَفْسٍ  
بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ»<sup>১</sup>

জুমুআবারের পড়ার দরুদ শরীফ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ  
تَسْلِيمًا»

হাদীস শরীফে এসেছে,

‘যে ব্যক্তি জুমুআবার আসরের নামাযের পর নিজ নামাযের স্থানে বসে ৮০ বার উপর্যুক্ত দরুদ শরীফ পাঠ করে ওই ব্যক্তির ৮০ বছরের (সগীরা) গোনাহ মার্ফ হয়ে যায় এবং ৮০ বছরের নফল ইবাদতের সাওয়াব তাঁর আমলনামায় যোগ হয়।’<sup>২</sup>

অন্য হাদীসে এসেছে,

«مَنْ صَلَّى عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِائَةً مَرَّةٍ غُفِرَتْ لَهُ خَطِيئَتُهُ ثَمَانِينَ سَنَةً»

‘জুমুআর দিন ১০০ বার দরুদ শরীফ পড়লে ৮০ বছরের গোনাহ মার্ফ হয়ে যায়।’<sup>৩</sup>

দরুদে শিফা (রোগমুক্তির দরুদ শরীফ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، بِعَدَدِ  
كُلِّ دَاءٍ وَدَوَاءٍ وَبِعَدَدِ كُلِّ عِلَّةٍ وَشِفَاءٍ»

<sup>১</sup> আশ-শাবরাওয়ী, আল-মাজমু‘আতুল কামিলা ফিল আহযাবিশ শাযিলিয়া, পৃ. ২০১

<sup>২</sup> ইবনে শাহীন, আত-তারগীব ফী ফাযায়িলিল আ‘মাল ওয়া সাওয়াবি যালিক, পৃ. ১৪, হাদীস: ২২:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الصَّلَاةُ عَلَى نَوْرٍ عَلَى الصَّراطِ فَمَنْ صَلَّى عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ ثَمَانِينَ مَرَّةً غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُ ثَمَانِينَ عَامًا».

<sup>৩</sup> আল-জুযলী, দালায়িলুল খায়রাত ওয়া শাওয়ারিকুল আনওয়ার ফী যিক্রিস সালাতি আলাল্লাবিয়িল মুখতার, পৃ. ১৪

সকল দু'আর মূল দু'আ

«اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ  
وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَأَنْتَ  
الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاءُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ».

হাদীস শরীফে এসেছে,

‘হযরত আবু উমাম (রাযি.) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) অনেক দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের তার থেকে কিছুই স্মরণ রইল না। অতঃপর আমি বললাম, হে রাসূল! আপনার শেখানো কোনো দু'আ যে স্মরণ রইল না! তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ফরমালেন, ‘তোমাকে এমন এক দু'আ শিক্ষা দেব যা সকল দু'আর মূল।’ তখন তিনি উপর্যুক্ত দু'আ ফরমালেন।’<sup>১</sup>

হাদীস শরীফে এসেছে,

হযরাত আশিয়ায়ে কেরামের (আ.)-এর দু'আসমূহ

(১) وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي الصُّرُورَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿١٧﴾

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ ﴿١٨﴾ [الأنبياء]

(২) لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۚ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٠﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۖ

وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمِّ ۖ وَكَذَلِكَ نُجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١﴾ [الأنبياء]

<sup>১</sup> আত-তিরমিযী, আল-জামি‘উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৫৩৭-৫৩৮, হাদীস: ৩৫২১:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ يَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا، فَلَمَّا بَا رَسُولُ اللَّهِ دَعَا دَعَا دَعَا كَثِيرٍ لَمْ يَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا، فَقَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاءُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ».

(৩) حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝ فَانْقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ

يَسْسِسْهُمْ سُوءٌ ۝ [আল عمران]

(৪) وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝ فَوَقَّهْ اللَّهُ

سَيِّئَاتِ مَا مَكُرُوا ۝ [গাফর]

### আসমাউল হুসনা ও ইসমে আযম

«هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ  
السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِينُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ  
الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ  
الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّيِّعُ  
الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ  
الْغُفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيزُ الْمُقِيتُ الْحَسِيبُ  
الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ  
الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمَتِينُ الْوَلِيُّ  
الْحَمِيدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُخْي الْمُبِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ  
الْوَاحِدُ الْمَبْجُودُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ  
الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَاحِدُ الْمُتَعَلِّي  
الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنِيعُ الْمُنتَقِمُ الْعَفُو الرَّؤُفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو  
الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الرَّبُّ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِي  
الْمُعْطِي الْمَنَاعُ الضَّارُّ النَّافِعُ التُّورُ الْهَادِي الْبَدِيعُ الْبَاقِي  
الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ جَلَّالَهُ».



«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ».

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর ৯৯ নাম হিফয করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’<sup>১</sup>

وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿১০﴾

‘যে ব্যক্তি উপর্যুক্ত নামসমূহ পড়ে দু'আ করবে তার দু'আ কবুল হবে।’<sup>২</sup>

ইসমে আযমসমূহ

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ».

অথবা পড়বে,

«يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ».

অথবা পড়বে,

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿১﴾ [الأنبياء]

হাদীস শরীফে এসেছে,

‘উপর্যুক্ত কালিমা দৈনিক ৩ বার পড়লে আল্লাহ তার দেনা আদায়সহ সকল চিন্তা মুক্ত রাখবেন।’<sup>৪</sup>

<sup>১</sup> আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৫৩০, হাদীস: ৩৫০৭, আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৮০

<sup>৩</sup> (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৭৯, হাদীস: ১৪৯৩; (খ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৫১৬, হাদীস: ৩৪৭৫; (গ) আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ৭০৮, হাদীস: ২২৮৯

<sup>৪</sup> আদ-দায়লামী, আল-ফিরদাউসু বি-মাসুরিল খিতাব, খ. ৩, পৃ. ৪৩২, হাদীস: ৫৩২৫

অন্য হাদীসে এসেছে,  
«دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ».

‘উপর্যুক্ত দু'আ পড়ে আল্লাহর কাছে যেকোনো বিষয়ে যেকোনো সময় দু'আ করলে আল্লাহ অবশ্যই কবুল করবেন।’<sup>৫</sup>

অথবা পড়বে,

«وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿১﴾».

অথবা পড়বে,

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿২﴾ [آل عمران]

হাদীস শরীফে এসেছে,

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ دَعَا اللَّهُ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ».

‘আল্লাহ তা'আলার ইসমে আ'যমের সাহায্যে তাঁর নিকট যা কিছুই চাওয়া হোক না কেন তিনি তা অবশ্যই দান করে থাকেন।’<sup>৬</sup>

<sup>৫</sup> (ক) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৫২৯, হাদীস: ৩৫০৫; (খ) আন-নাসায়ী, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ৯, পৃ. ২৪৩, হাদীস: ১০৪১৭

<sup>৬</sup> (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ৪৫, পৃ. ৫৮৪, হাদীস: ২৭৬১১; (খ) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ১২৬৭, হাদীস: ৩৮৫৫; (গ) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৮০, হাদীস: ১৪৯৬; (ঘ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৫১৭, হাদীস: ৩৪৭৮; (ঙ) আশ-শওকানী, তুহফাতুয যাকিরীন বি-ইদ্দাতিল হিসনিল হাসীন, পৃ. ৮৩

<sup>৭</sup> (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ৪৫, পৃ. ৫৮৪, হাদীস: ২৭৬১১; (খ) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ১২৬৭, হাদীস: ৩৮৫৫; (গ) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৮০, হাদীস: ১৪৯৬; (ঘ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৫১৭, হাদীস: ৩৪৭৮; (ঙ) আশ-শওকানী, তুহফাতুয যাকিরীন বি-ইদ্দাতিল হিসনিল হাসীন, পৃ. ৮৩

## গ্রন্থপঞ্জি

### আ

১. আল-কুরআন আল-করীম
২. আবু ইয়া'লা আল-মুসিলী: আবু ইয়া'লা, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্না ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা ইবনে হিলাল আত-তামীমী আল-মুসিলী (২১১-৩০৭ হি. = ৮২৬-৯২০ খ্রি.), আল-মুসনদ, দারুল মামুন লিত-তুরাস, দিমাশক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)
৩. আবদুর রায্যাক আস-সানআনী: আবু বকর, আবদুর রায্যাক ইবনে হুমাম ইবনে নাফি আল-হিময়ারী আস-সানআনী (১২৬-২১১ হি. = ৭৪৪-৮২৭ খ্রি.), আল-মুসান্নাফ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ১৯৮২ খ্রি.)
৪. আবু দাউদ : আবু দাউদ, সুলায়মান উবনুল আশআস ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর আল-আযদী আস-সিজিসতানী (২০২-২৭৫ হি. = ৮১৭-৮৮৯ খ্রি.), আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান
৫. আহমদ ইবনে হাম্বল: আবু আবদুল্লাহ, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল ইবনে হিলাল ইবনে আসাদ আশ-শায়বানী (১৬৪-২৪১ হি. = ৭৮০-৮৫৫ খ্রি.), আল-মুসনদ, মুআসসিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

### ই

৬. ইবনুল জাযারী : আবুল খায়র, শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে ইউসূফ আল-উমরী আদ-দিমাশকী আশ-সীরাযী (৭৫১-৮৩৩ হি. = ১৩৫০-১৪২৯ খ্রি.), হিসনুল হাসীন মিন কালামি সাইয়িদিল মুরসালীন, মাকতাবায়ে তাইয়িবা দেওবন্দ, ইউপি, ভারত (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)
৭. ইবনুস সুন্নী : আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ইবনে আসবাত ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম ইবনে বুদায়হ আদ-দীনাওয়ারী (২৮০-৩৬৪ হি. = ৮৯৪-৯৭৪ খ্রি.), আমলুল যাওমি ওয়াল লায়ল : সুলুকুন নবী মাআ রক্বিহি আযযা ওয়া জাওয়া ওয়া মুআশারাতুহ মাআল ইবাদ, দারুল কিবলা, জিদ্দ, সউদী আরব / মুওয়াসসিসাতু উলুমিল করআন, বয়রুত, লেবনান

৮. ইবনে আবিদীন : মুহাম্মদ আমীন ইবনে উমর ইবনে আবদুল আযীয আবিদীন আদ-দিমাশকী আল-হানাফী (১১৯৮-১২৫২ হি. = ১৭৮৪-১৮৩৬ খ্রি.), রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার = হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন = ফতোয়ায়ে শামী, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)
৯. ইবনে শাহীন : আবু হাফস, উমর ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে আযদায আল-বগদাদী ইবনে শাহীন (২৯৭-৩৮৫ হি. = ৯০৯-৯৯৫ খ্রি.), আত-তারগীব ফী ফাযায়িলিল আ'মাল ওয়া সাওয়াবি যালিক, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৪ হি. = ২০০৪ খ্রি.)
১০. ইবনে আবু শায়বা : আবু বকর, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ওসমান ইবনে খাওয়াসিতী আবু শায়বা আল-আবাসী (১৫৯-২৩৫ হি. = ৭৭৬-৮৪৯ খ্রি.), আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)
১১. ইবনে মাজাহ : ইবনে মাজাহ, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আর-রুবায়ী আল-কাযওয়ীনী (২০৯-২৭৩ হি. = ৮২৪-৮৮৭ খ্রি.), আস-সুনান, দারুল ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান
১২. ইবনে মাযা : আবুল মাআলী, বুরহানুদ্দীন, মাহমুদ ইবনে আহমদ ইবনে আবদুল আযীয ইবনে উমর ইবনে মাযা আল-বুখারী (৫৫১-৬১৬ হি. = ১১৫৬-১২১৯ খ্রি.), আল-মুহীতুল বুরহানী ফিল ফিকহিন নু'মানী, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৪ হি. = ২০০৪ খ্রি.)
১৩. ইবনে হাজর আল-আসকলানী: আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী (৭৭৩-৮২৫ হি. = ১৩৭৪-১৪৪৯ খ্রি.), ফতহুল বারী শরহ সহীহ আল-বুখারী, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. = ১৯৫৯ খ্রি.)
১৪. ইবনে হিব্বান : আবু হাতিম, মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমদ ইবনে মুআয ইবনে মা'বদ আত-তামীমী আদ-দারিমী আল-বসতী (৩০০-৩৫৪ হি. = ৩০০-৯৬৫ খ্রি.), আস-সহীহ = আল-ইহসান ফী তকরীবি সহীহ ইবনি হিব্বান, মুআসসিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

## ক।

১৫. আল-কাহতানী : ড. সায়ীদ ইবনে আলী ইবনে ওয়াহফ আল-কাহতানী (১৩৭১-১৪৪০ হি. = ১৯৫১-২০১৮ খ্রি.), *হিসনুল মুসলিম মিন আযকারিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ*, মুওয়াস্সাতুল জুরাইসী, রিয়াদ, সউদী আরব (২৭তম সংস্করণ: ১৪২৮ হি. = ২০০৭ খ্রি.)

## জ।

১৬. আল-জুযুলী : মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান ইবনে দাউদ ইবনে বাশার আল-জুযুলী আস-সামলানী আশ-শাফিলী (৮০৭-৮৭০ হি. = ১৪০৪-১৪৬৫ খ্রি.), *দালায়িলুল খায়রাত ওয়া শাওয়ারিকুল আনওয়ার ফী যিকরিস সালাতি আলাম্মাবিয়িল মুখতার*, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, সায়দা, বয়রুত (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৪ হি. = ২০০৪ খ্রি.)

## ত।

১৭. আত-তাবরীযী : আবু আবদুল্লাহ, ওয়ালি উদ্দিন, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীব আল-উমরী আত-তাবরীযী (৩০০-৭৪১ হি. = ৩০০-১৩৪০ খ্রি.), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ = ১৯৮৫ খ্রি.)

১৮. আত-তাবারানী : আবুল কাসিম, সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মতীর আল-লাখমী আশ-শামী আত-তাবারানী (২৬০-৩৬০ হি. = ৮৭৩-৯৭১ খ্রি.):

- *আল-মু'জামুল কবীর*, মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)
- *আল-মু'জামুল আওসাত*, দারুল হারামইন, কায়রো, মিসর

১৯. আত-তিরমিযী : মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মুসা ইবনুয যাহ্বাক আস-সুলামী আয-যরীর আল-বুগী আত-তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি. = ৮২৪-৮৯২ খ্রি.), *আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান*, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯৫ হি. = ১৯৭৫ খ্রি.)

## দ।

২০. আদ-দায়লামী : আবু শুয়া', শীরাওয়ায়হি শাহারদার ইবনে শীরাওয়ায়হি ইবনে ফানাখসরু আদ-দায়লামী আল-হামদানী (৪৪৫-৫০৯ হি. = ১০৫৩-১১১৫ খ্রি.), *আল-ফিরদাউসু বি-মাসূরিল খিতাব = মুসনদুল ফিরদাউস*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

## ন।

২১. আন-নাওয়াবী : আবু যাকারিয়া, মুহউদ্দীন, ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুররী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিয়াম ইবনুল হিয়ামী আল-হাওরানী আশ-শাফিযী (৬৩১-৬৭৬ হি. = ১২৩৪-১২৭৮ খ্রি.), *আল-আযকারুন নাওয়াবিয়া*, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (নতুন সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

২২. আন-নাসায়ী : আবু আবদুর রহমান, আহমদ ইবনে আলী ইবনে শুআইব ইবনে আলী ইবনে সিনান ইবনে বাহর ইবনে দীনার আল-খুরাসানী আন-নাসায়ী আল-কবীর (২১৫-৩০৩ হি. = ৮৩০-৯১৫ খ্রি.):

- *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান = আস-সুনানুস সুগরা*, মাকতাবুল মতবুআত আল-ইসলামিয়া, হলব, সিরিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)
- *আস-সুনানুল কুবরা*, মুআসসিসা আর-রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০১ খ্রি.)

## বা।

২৩. আল-বায়হাকী : আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হি. = ৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.):

- *আস-সুনানুল কুবরা*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৪ হি. = ২০০৩ খ্রি.)
- *শুআবুল ঈমান*, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. = ২০০৩ খ্রি.)
- *আদ-দাওয়াতুল কবীর*, গিরাস লিন-নাশর ওয়াত-তাওয়া', কুয়েত (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৯ খ্রি.)

২৪. আল-বায্‌যার : আবু বকর, আহমদ ইবনে আমর ইবনে আবদুল খালিক ইবনে খাল্লাদ ইবনে উবায়দুল্লাহ আল-আতাকী আল-বায্‌যার (০০০-২৯২ হি. = ০০০-৯০৫ খ্রি.), *আল-মুসনদ = আল-বাহরুয যাখ্‌খার*, মকতবাতুল উলূম ওয়াল হাকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪-১৪২৯ হি. = ১৯৮৮-২০০৯ খ্রি.)
২৫. আল-বুখারী : হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি. = ৮১০-৮৭০ খ্রি.):
- *আল-জামিউল মুসনদ আস-সহীহ আল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি = আস-সহীহ*, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)
  - *আল-আদাবুল মুফরদ*, দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়া, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৯ খ্রি.)

### ম্ম

২৬. মালিক ইবনে আনাস: ইমামে দারুল হিজরা, ইমাম, আবু আবদুল্লাহ, মালিক ইবনে আনাস ইবনে মালিক আল-আসবাহী আল-হিমযারী (৯৩-১৭৯ হি. = ৭১২-৭৯৫ খ্রি.), *আল-মুওয়াত্তা*, মুআসসিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (১৪১২ হি. = ১৯৯১ খ্রি.)
২৭. মুসলিম : আবুল হাসান, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুরায়শী আন-নাযশাপুরী (২০৪-২৬১ হি. = ৮২০-৮৭৫ খ্রি.), *আল-মুসনদুস সহীহিল মুখতাসার বি-নাকলিল আদলি আনিল আদলি ইলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম = আস-সহীহ*, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান
২৮. মোল্লা নিয়াম উদ্দীন: মোল্লা নিয়াম উদ্দীন, আবদুশ শাকুর আল-বলখী আল-হানাফী (০০০-১০৩৬ হি. = ০০০-১৬২৭ খ্রি.), *আল-ফতওয়ালা আল-হিন্দিয়া = ফতওয়ায়ে আলমগীরী*, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান
২৯. মোল্লা আলী আল-কারী : নুরুদ্দীন, মোল্লা, আলী ইবনে (সুলতান) মুহাম্মদ আল-হারওয়ী আল-কারী (০০০-১০১৪ হি. = ০০০-১৬০৬

খ্রি.), *আল-হিবুল আ'যাম ওয়াল বিরদুল আফখাম*, মাকতাবাতুস সিদ্দীক, গোজরাট, ভারত

### শা

৩০. আশ-শাওকানী : মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আশ-শাওকানী আল-ইয়ামানী (১১৭৩-১২৫০ হি. = ১৭৫৯-১৮৩৪ খ্রি.), *তুহফাতুয যাকিরীন বি-ইন্দাতিল হিসনিল হাসীন মিন কালামি সাইয়িদিল মুরসালীন*, দারুল কলম, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৮ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)
৩১. আশ-শাবরাওয়ী : আবু আবদুস সালাম, ওমর ইবনে জা'ফর আশ-শাবরাওয়ী (০০০-১৩০৩ হি. = ০০০-১৮৮৬ খ্রি.), *আল-মাজমূ'আতুল কামিলা ফিল আহযাবিশ শায়িলিয়া*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৬ হি. = ২০০৫ খ্রি.)

### সা

৩২. আস-সাফুরী : আবদুর রহমান ইবনে আবদুস সালাম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে উসমান আস-সাফুরী আশ-শাফিয়ী (০০০-৮৯৪ হি. = ০০০-১৪৮৯ খ্রি.), *নুযহাতুল মাজালিস ওয়া মুনতখাবুন নাফায়িস*, আল-মাতআবাতুল কাসতিলিয়া, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১২৮৩ হি. = ১৮৬৬ খ্রি.)

### হা

৩৩. আল-হাকিম : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল-হা ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদাওয়ীয়া ইবনে নু'আইম ইবনুল হাকাম আল-হাকিম (৩২১-৪০৫ হি. = ৯৩৩-১০১৪ খ্রি.), *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)
৩৪. হাকীমুল উম্মত থানবী: হাকীমুল উম্মত, মাওলানা, আশরফ আলী ইবনে আবদুল হক আত-থানবী (১২৮০-১৩৬২ হি. = ১৮৬৩-১৯৪৩ খ্রি.), *মুনাজাতে মকবুল*, ফরীদ বুক ডিপো, দিল্লি, ভারত
৩৫. আল-হায়সামী : আবুল হাসান, নুরুদ্দীন, আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলায়মান আল-হায়সামী আল-কাহিরী আল-মিসরী (৭৩৫-৮০৭ হি. = ১৩৩৫-১৪০৫ খ্রি.), *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)